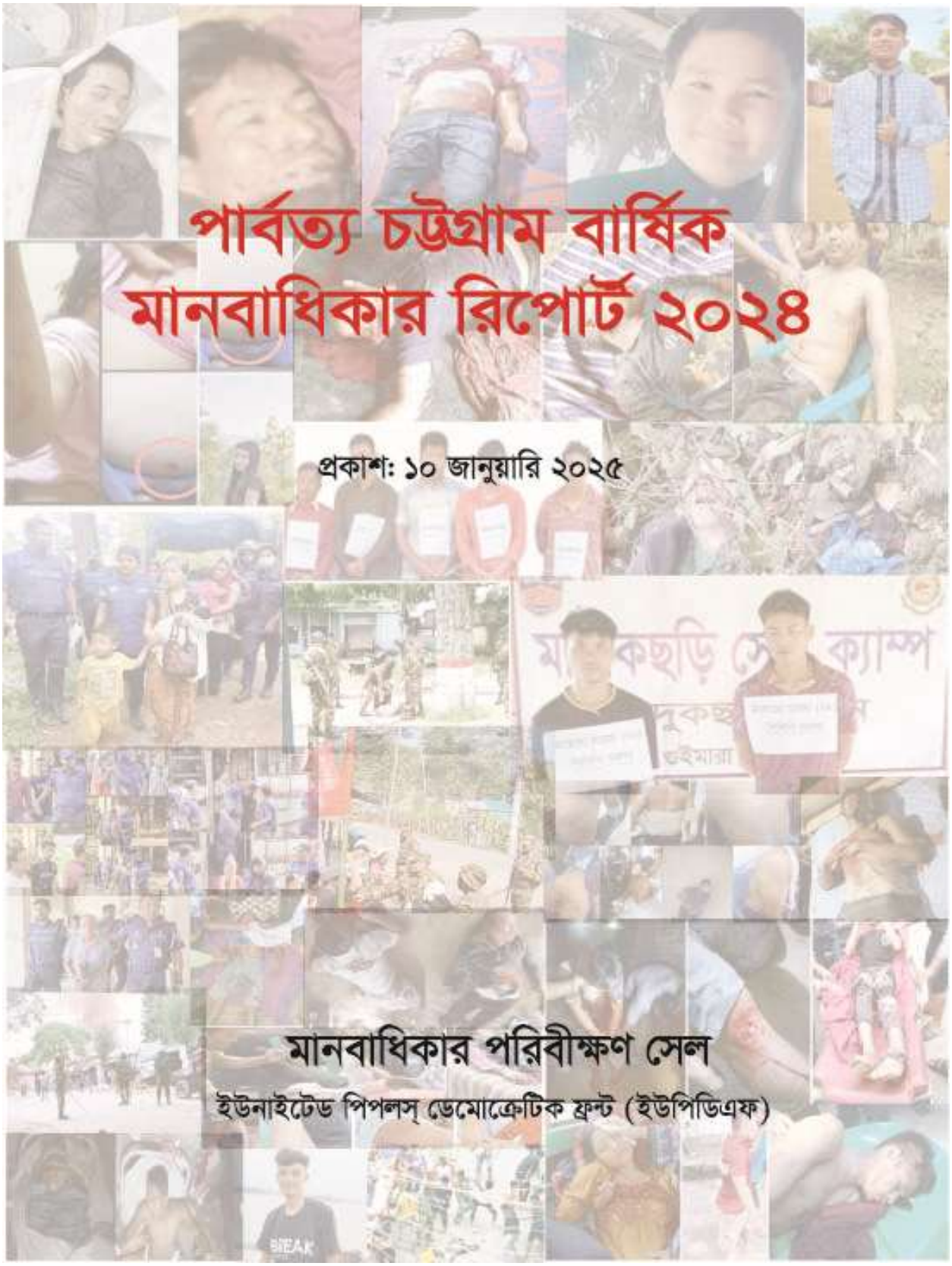

পার্বত্য চট্টগ্রাম বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্ট ২০২৪

প্রকাশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৫

মানবাধিকার পরিবীক্ষণ সেল

ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

পার্বত্য চট্টগ্রাম বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্ট ২০২৪

মানবাধিকার পরিবীক্ষণ সেল, ইউপিডিএফ

তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২৫

সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের মৃগয়া ক্ষেত্র। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর গত ৫৩ বছরে এ অঞ্চলে ডজনের অধিক গণহত্যা চালানো হয়েছে। ১৯৯৭ সালের বহুল প্রচারিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ হয়নি। বস্তুত এই চুক্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনকিছু উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এখনো বিচার বহির্ভুত হত্যা, গ্রেফতার, ধর্ষণ, একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে নিশানা করে সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি বেদখলসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অহরহ ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়।

বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে নিপীড়িত-নির্যাতিত অধিকারহারা জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি নব্যমুখোশ বাহিনীর মতো সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর ব্যবহার। এদের মাধ্যমে আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও তাদের সমর্থকদের খুন, গুম, অপহরণ করে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা জুড়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। পতিত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলে এই ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও তা বলবৎ রাখা হয়েছে। এই সরকার হাসিনার পতনের আগে খুনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্তের জন্য জাতিসংঘকে জড়িত করলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামে ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে সংঘটিত অসংখ্য খুন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার পাওয়া নিশ্চিত করতে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। শুধু তাই নয়, ব্যাপক জনগণের দাবি সত্বেও ইউনূস সরকার হাসিনার আমলে সৃষ্ট ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ভেঙে দেয়নি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অঘোষিত সেনাশাসন তুলে নিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। অতীতের মতো বর্তমানেও ঠ্যাঙাড়েদেরকে রাজনৈতিক দমনপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর তালিকায় যোগ হয়েছে জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সন্তু গ্রুপ, যার সশস্ত্র সদস্যরাও খুন ও অপহরণসহ প্রায় সময় সাধারণ জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে।

এক নজরে ২০২৪ সালের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য

২০২৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে সেগুলো হলো বিচার বহির্ভূত হত্যা, গ্রেফতার, শারীরিক নির্যাতন, তল্লাশি-হয়রানি, সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, ভূমি বেদখল ইত্যাদি। প্রধানত ইউপিডিএফকে লক্ষ্যবস্তু করে রাষ্ট্রীয় বাহিনী এসব নিবর্তনমূলক কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। তবে গত বছর সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বান্দরবানে বসবাসরত সংখ্যালঘু বম জনগোষ্ঠি। ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফ দমনের নামে বম জনগোষ্ঠির উপর অবর্ণনীয় দমন-পীড়ন শুরু হয়, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। নিচে ২০২৪ সালের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্যের সারসংক্ষেপ দেয়া হল:

- ২০২৪ সালে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে বিচার বহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন ২১ জন, যারা ছিলেন সবাই বম জনগোষ্ঠির লোক; আটক বা গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন বম জাতিসত্তার নারী-পুরুষ-শিশু,

ইউপিডিএফ সদস্য ও সাধারণ লোকজনসহ অন্তত ১৮৫ জন, যাদের মধ্যে ৩৭ জনকে হয়রানির পর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ৩ জন আদালত থেকে জামিনে মুক্তিলাভ করেন; শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ২২ জন; বেআইনি তল্লাশি চালানো হয়েছে ২২ গ্রামবাসীর বাড়িতে; হয়রানিমূলক ঘটনা ঘটেছে ১১টি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ১৪টি।

এছাড়া খাগড়াছড়ির পানছড়ি এলাকায় এক বাগানচাষীর বাগান থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য কর্তৃক বরই (কুল) লুটে নেওয়া এবং লক্ষীছড়ির বর্মাছড়ি এলাকা থেকে জনসাধারণের বিক্রির জন্য রাখা কাঠ জব্দ করে এলাকার লোকজনকে ভাতে মারার হুমকি দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে বান্দরবানে যৌথবাহিনীর অভিযানের কারণে নিরাপত্তাহীনতায় বম জাতিসত্তার অন্তত ২শ' লোক বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে ভারতের মিজোরামে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

- জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস বা জেএসএস) সন্তু গ্রুপও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত। গত বছর সন্তু গ্রুপের সদস্যরা ইউপিডিএফ সদস্যসহ ৯ জনকে হত্যা করে, ১ জনকে হত্যার চেষ্টা চালায়, ২১ ব্যক্তিকে অপহরণ ও মারধর করে, পিসিপি কর্মীদের ওপর ২টি হামলা চালায়, ৩টি ক্ষেত্রে হুমকি-ধমকি দেয় ও ৪টি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে বাধা প্রদান করে। এছাড়া 'সংঘাত ও বৈষম্য বিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলন' নামে ছাত্রদের একটি প্লাটফর্মের গায়ে নানা তকমা লাগিয়ে দিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে সন্তু গ্রুপের বিরুদ্ধে।

- পার্বত্য চট্টগ্রামে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীদের ব্যবহার করে খুন, গুম, অপহরণসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪ সালে ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের হাতে ইউপিডিএফ সদস্যসহ ১১ জন খুন হয়। এছাড়া তারা ১৭ জনকে অপহরণ করে, এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালায়, এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে ও একটি সমাবেশে যোগ দিতে লোকজনকে বাধা দেয়। খাগড়াছড়িতে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া গুলতির আঘাতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের এক নেত্রী গুরুতর আহত হন। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে বছরজুড়ে বিভিন্ন স্থানে জোরপূর্বক চাঁদাবাজি, লুটপাট, হুমকি-ধমকি প্রদান ও সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে জনগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ রয়েছে। বরাবরের মতো প্রশাসন এসব ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনগত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

- গত বছর পাহাড়িদের বিরুদ্ধে বড় আকারের ৪টি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য ও সেটলার বাঙালিদের একটি অংশ এই হামলার সাথে জড়িত। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা সরকারের পতন ও ড. ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের অব্যবহিত পরে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর ও রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর সংঘটিত এসব হামলায় ৪ জন পাহাড়ি প্রাণ হারান, শতাধিক আহত হন এবং পাহাড়িদের কয়েকশ' ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান-ঘরবাড়ি-উপসনালয়ে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়।

  এছাড়াও সেটলার বাঙালিরা আরো বেশ কিছু সহিংস ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। যেমন তাদের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তিকে হত্যা, ১ জনকে আহত ও অপর ১ জনকে মারধর করা, পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানো এবং সাম্প্রদায়িক হামলায় উস্কানি ও গ্রাফিতি অঙ্কনে বাধা দেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

- ২০২৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্তত ৯টি স্থানে ভূমি বেদখল ও বেদখল চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় সেটলার বাঙালি (৪টি স্থানে), সেনাবাহিনী (১টি স্থানে) ও ভূমিদস্যু ও একটি বেসরকারি কোম্পানি (৪টি স্থানে) জড়িত।

  বান্দরবানের লামায় একটি ত্রিপুরা পাড়ায় ভূমিদস্যুদের পোষ্য দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করলে পাড়াবাসীদের ১৭টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এছাড়া ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাহিনী বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় নাম পরিবর্তন করে মুসলিম নামকরণ করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়।

  পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত ভূমি বেদখল ও বেদখল প্রচেষ্টার ঘটনা ঘটলেও ভুক্তভোগী ভূমি মালিকরা সরকার ও প্রশাসনের কাছে কোন প্রতিকার পায় না। উপরন্তু স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তারা ভূমি বেদখলকারী সেটলার ও ভূমিদস্যুদের পক্ষাবলম্বন করে থাকে। এর ফলে পাহাড়িদের পক্ষে বেদখলকৃত জমি উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে যাতে জনগণ প্রতিবাদ করতে না পারে তার জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী নানাভাবে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।

- ২০২৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৮ জন নারী ও শিশু যৌন সহিংসতা-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৩ জন, ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছেন ৪ জন ও অপহরণের শিকার হয়েছেন ১ জন। মূলত সেটলার বাঙালিরাই এসব ঘটনার সাথে জড়িত, তবে একটি ক্ষেত্রে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সদস্যের বিরুদ্ধে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে রামগড়ে সংঘটিত সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনাটি বেশ আলোচিত হয় এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে পুলিশ অভিযুক্ত ৩ ধর্ষককে গ্রেফতার করে।

  অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুল আলোচিত নারী নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাটি আদালত খারিজ করে দিয়ে অভিযুক্ত লে. ফেরদৌস গংদের দায়মুক্তি প্রদান করে। আদালতের এ রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত হলেও এখনো রায়টি বাতিল করা হয়নি। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে কল্পনা চাকমা রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে সেনা কর্মকর্তা লে. ফেরদৌস গং কর্তৃক অপহরণের শিকার হয়েছিলেন। উক্ত ঘটনায় তার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেছিলেন।

নিচের সরণিতে ২০২৪ সালের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য পরিবেশন করা হল:

ঘটনার ধরণ	কার দ্বারা সংঘটিত	সংখ্যা	মোট	মন্তব্য
বিচার বহির্ভূত হত্যা	সেনাবাহিনী	২১	**৪৩ জন**	
	ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী	১১		
	জেএসএস (সন্তু)	৯		
	সেটলার	১		
	অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত	১		
গ্রেফতার-আটক	রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী	১৮৫	**১৮৫ জন**	গ্রেফতার-আটককৃতদের মধ্য থেকে ৩৭ জনকে হয়রানি শেষে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ৩ জন আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান।
অপহরণ	ঠ্যাঙাড়ে	১৭	**৩৮ জন**	
	জেএসএস	২১		
যৌন সহিংসতা/নারী নির্যাতন	সেটলার	৭	**৮ জন**	
	পাহাড়ি দুর্বৃত্ত	১		

শারীরিক নির্যাতন	সেনাবাহিনী	২২	**২২ জন**	
তল্লাশি	সেনাবাহিনী	২২	**২২টি বাড়িতে**	
হয়রানি	সেনাবাহিনী	১১	**১১টি**	
বিভিন্ন সহিংস ঘটনা	সেটলার	৬	**৬টি**	
ভূমি বেদখল ও বেদখল চেষ্টা	সেটলার	৪	**৯টি স্থানে**	
	ভূমিদস্যু	৪		
	সেনাবাহিনী	১		
গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ	সেনাবাহিনী	১৪	**১৯টি**	
	জেএসএস সন্তু গ্রুপ	৪		
	ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী	১		
সাম্প্রদায়িক হামলা	সেনবাহিনী ও সেটলার	৪টি	**৪টি**	খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে পৃথক পৃথকভাবে সংঘটিত এসব সাম্প্রদায়িক হামলায় ৪ জন পাহাড়ি প্রাণ হারান। এছাড়া হামলায় অন্তত শতাধিক আহত হন। চার শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি, উপসনালয়, দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

***

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

ক. রাষ্ট্রীয় বাহিনী দ্বারা সংঘটিত ঘটনা

১। বিচার বহির্ভুত হত্যাঃ

২০২৪ সালে রাষ্ট্রীয় বাহিনী দ্বারা বিচার বহির্ভুত হত্যার শিকার হয়েছেন ২১ জন। ২ ও ৩ এপ্রিল ২০২৪ বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৭ এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী রুমা, রোয়াংছড়ি, থানচিসহ আশে-পাশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান শুরু করে। এ অভিযানের সময় কথিত বন্দুকযুদ্ধের নামে এই বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয়। নীচে বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

- ২২ এপ্রিল ২০২৪ সেনাবাহিনী রুমা উপজেলার মুনলাই পাড়ায় লালমের রুয়াত বম (২৮) নামে বান্দরবান কলেজের বিএ (অনার্স) পড়ুয়া এক ছাত্রকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়। এছাড়াও এইদিন সেনাবাহিনীর এলাপাতাড়ি গুলি বর্ষণ ও মর্টার শেল নিক্ষেপে সেলি বম (১৯) নামে এক নারী আহত হন। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে মর্টার শেলের টুকুরো বিদ্ধ হয়।

- ২৮ এপ্রিল ২০২৪, বান্দরবানের রুমা ও থানচির সীমান্তবর্তী বাকলাই পাড়া এলাকায় বম জাতিসত্তার দু'জনের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) নিহতদের 'কেএনএফ সদস্য' উল্লেখ করে সংবাদ মাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়।

- ২ মে ২০২৪ বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার পাইক্ষ্যং পাড়া এলাকা গ্রামের কার্বারিসহ ৫ জনকে গুলি করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার অভিযোগ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একজনের লাশ পাওয়া গেলেও বাকী ৪ জনের লাশ গুম করা হয় বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

সেনাবাহিনী কর্তৃক বিচার বহির্ভুত হত্যার শিকার লালমিন তলুয়াং বম (বামে) ও নিম্ন বম (ডানে)-এর মরদেহ।

হত্যার শিকার হয়েছেন বলে যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন- ১. পেটের বম, পিতা-সানথক বম, তিনি পানখিয়্যং পাড়ার কার্বারি; একই গ্রামের ২. লালমিন তলুয়াং বম (২৫); ৩.রামচনহ বম, পিতা-লালডেং বম; ৪. লালচনসাং বম, পিতা-নানকুপ বম ও ৫.লালরেমসাং বম, গ্রাম-লাই পাড়া। এর মধ্যে লালমিন তলুয়াং বম-এর লাশ পাওয়া যায়। যনি মানসিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বেল পরিবারের লোকজন যায়।

- ৭ মে ২০২৪ বান্দরবানের রুমা উপজেলার কেওক্রাডং পাহাড় সংলগ্ন দার্জিলিং পাড়া এলাকায় নিমুন বম (৪০) নামে একজন সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন।

- ১৯ মে ২০২৪ সকালে বান্দরবানের রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী ডেবাছড়া সেনাবাহিনীর অভিযানের সময় বম জাতিসত্তার তিন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহতরা হলেন- ফিয়াংপিদোং পাড়ার (রৌনিন পাড়া) ভানমুন বমের ছেলে এডি থাং বম (২৪), সিমকুয়াল বমের ছেলে রুয়ালসাং নুয়াম বম (২৩) ও জিরথন বমের ছেলে রুয়ালমিন লিয়ান বম (২০)। নিহত এডি থাং বম একজন ছাত্র ও চট্টগ্রাম ফুটবল ক্লাবের একজন ফুটবল খেলোয়াড়, রুয়ালসাং নুয়াম বম একজন ছাত্র এবং রুয়ালমিন লিয়ান বম একজন ছাত্র ও খেলোয়াড় বলে জানা যায়।

- ২৩ মে ২০২৪ সকালে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যারন পাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানে বম জাতিসত্তার ৫ম শ্রেণির এক ছাত্রসহ দুই জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহতরা হলেন- ৫ম শ্রেণীর ছাত্র ভানথাংপুই বম (১৩), পিতা- জারথাং বম (পেশা- জুম চাষী), গ্রাম- বেথানি পাড়া ও লালনৌ বম (২২), পিতা- ফেনখুপ বম, গ্রাম- শ্যারন পাড়া।

৫ম শ্রেণির ছাত্র ভানথাংপুই বম (১৩), সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। ছবি: সংগৃহিত

- ১২ জুন ২০২৪, বান্দরবানের রুমা উপজেলার পাইন্দু ইউনিয়নের জুরভারাং পাড়া এলাকা থেকে বম জাতিসত্তার এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করা হয়। যৌথ বাহিনীর অভিযানকালে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়। নিহত ব্যক্তির নাম ভানলাল খিয়াং বম (৩৭), পিতা- লালমিন সম বম। তার বাড়ি জুরভারাং পাড়ায়।

২৬ জুন ২০২৪ বান্দরবানে রুমা-থানচি সীমান্তবর্তী সিমত্লাংপি পাড়া এলাকায় লালঅপ লিয়ান বম নামে এক ব্যক্তি সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। (সূত্র বিডিনিউজ)

- ২৪ জুলাই ২০২৪ সকালে বান্দরবানের রুমা সদর ইউনিয়নের সাইকট পাড়া এলাকায় যৌথবাহিনীর অভিযানে গুলিতে বম জাতিসত্তার ২ জন নিহত হন। তবে নিহতদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। (সূত্র: ইউএনবি ও মানবজমিন)

- ২৪ নভেম্বর ২০২৪ বান্দরবানে রুমা উপজেরার মুননুয়াম পাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানকালে গুলিতে এক নারীসহ বম জাতিসত্তার তিন জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী দুজন ও আরেকজন সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ রয়েছেন।

নিহতরা হলেন- ১. এল্ডার পেনখুপ (৭২) গ্রাম- সারণ পাড়া। তিনি সারণ পাড়া চার্চের ধর্মীয় গুরু বলে তারা উল্লেখ করেছে; ২. মেসি ভাললাললিয়ান (১৯), গ্রাম- হেপি হিল; ও ৩. এলি ভানজিরপার (১৮); স্বামী- মেসি ভানলাললিয়ান।

এদিকে, যৌথ বাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানের ভয়ে জীবন বাঁচাতে বম জনগোষ্ঠির প্রায় ২০০ জন লোক (নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধসহ) ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতের মিজোরামে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। গত মে মাসে দু' তিন দফায় তারা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এছাড়া আরো অনেকে পালিয়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হন।

২। গ্রেফতার:

২০২৪ সালে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন অন্তত ১৮৫ জন। এর মধ্যে ইউপিডিএফের কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ জনগণ রয়েছেন ৩৪ জন এবং বম জাতিসত্তার নারী-পুরুষ-শিশুসহ রয়েছেন ১৫১ জন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্য থেকে ৩৭ জনকে হয়রানি শেষে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ৩ জন আদালত থেকে জামিনে পেয়েছেন।

গ্রেফতারের ঘটনাগুলো নীচে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো:

- ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল ৯টার সময় রাঙামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নের ফুরোমোন এলাকা থেকে সেনাবাহিনী থুসাইচিং ওরফে মন্টু মারমা (৪০) নামে এক নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে রাঙামাটির কাউখালী থানায় সোপর্দ করে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে রাঙামাটি জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

- ২০ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল ১১টার সময় খাগড়াছড়ির রামগড়ের পাতাছড়া এলাকা থেকে সেনাবাহিনী শান্ত ত্রিপুরা (২২) পিতা- হেমন্দ্র ত্রিপুরা নামে এক ইউপিডিএফের সদস্যকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে অস্ত্র গুজে দিয়ে থানায় হস্তান্তরের পর মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ৫ জন। বিনা কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ১ জন ইউপিডিএফ সদস্য আর বাকী ৪ জন সাধারণ গ্রামবাসী।

- ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল ১১টার সময় রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের ১১ কিলো নামক এলাকা থেকে সেনাবাহিনী এক ইউপিডিএফ সদস্যসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- ১. ইউপিডিএফ সদস্য বিপ্লব চাকমা ওরফে বিনয় (২৮), পিতা- বিধু ভূষণ চাকমা, গ্রাম- হাগালাছড়া, বঙ্গলতলী ইউনিয়ন, বাঘাইছড়ি; ২. মিঠুন চাকমা (৩১), পিতা-বাদিচান চাকমা, গ্রামম- বেতাগী ছড়া, ৮ নং ওয়ার্ড, বঙ্গলতলী ইউপি; ৩. রিটন চাকমা (২৬) পিতা- বিজয় লাল চাকমা, গ্রাম-বেতাগিছড়া, ৮ নং ওয়ার্ড, বঙ্গলতলী ইউপি; ৪. কালাকুচু চাকমা

(৪০), পিতা-প্রতি রঞ্জন চাকমা, গ্রাম-ক্ষেত্রপুর, কবাখালী ইউপি, ৬নং ওয়ার্ড, দীঘিনালা ও ৫. পদ্ম রঞ্জন চাকমা (৪২), পিতা- কালাচান চাকমা, গ্রাম- খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে বিপ্লব চাকমা বাদে বাকী ৪ জনই সাধারণ লোক। তারা বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।
পরে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের পর বিকালে 'অস্ত্র' ও 'রশিদ বই' গুজে দিয়ে গ্রেফতারকৃতদেরকে বাঘাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট সোপর্দের পর মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, মঙ্গলবার ভোর রাত সাড়ে ৩টার সময় খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের সচিন্দ্র কার্বারি পাড়া থেকে সেনাবাহিনী দিতেন চাকমা ওরফে অতল (৫৬) নামে ইউপিডিএফের এক সদস্যকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে দীঘিনালা থানায় হস্তান্তর করে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

- ১ মার্চ ২০২৪, বিকালে খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার বড়পিলাক এলাকা থেকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা সভাপতি দারাজ চাকমা (রিকন)-কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগে সাংগঠনিক কাজে যাবার সময় সেনাসৃষ্ট নব্যমুখোশ বাহিনীর সন্ত্রাসীরা তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে গুইমারা সেনা ব্রিগেডে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে তাকে গুইমারা থানায় সোপর্দ করে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

- ১৪ মার্চ ২০২৪ দিবাগত রাত ২টার সময় খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের নতুন পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে নাফা মারামা ওরফে সবুজ (৫২) নামে ইউপিডিএফের এক সাবেক কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

- ১৭ মার্চ ২০২৪, বিকাল ৪টার সময় খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার মাটিরাঙ্গা সদর ইউনিয়নের সাদিয়া বাড়ি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে বজেন্দ্র ত্রিপুরা (৫০) নামে এক নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে মাটিরাঙ্গা থানা পুলিশ।

- ৭ এপ্রিল ২০২৪, সকালে বান্দরবান সদরের রেইচা চেকপোস্টে তল্লাশি চালিয়ে এক নারীসহ ৩ বমকে গ্রেফতার করে যৌথ বাহিনী। এরা হলেন-বান্দরবানের রোয়াছাড়ি উপজেলার রৌনিন পাড়া ভানুনন নুয়াম বম, থানচি ইউনিয়ন সদরের সিমৎলাং পাড়ার জেমিনিউ বম, আমে লানচেও বম। এছাড়া গাড়ি চালক মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন নামের অপর একজনকেও গ্রেফতার করা হয়। তার বাড়ি থানচি উপজেলার টিএন্ডটি পাড়ায়।
একই দিন দুপুরে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের শ্যারণ পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে চেওসিম বম (৫৫) নামে একজনকে গ্রেফতার করে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

বান্দরবানে যৌথ বাহিনী কর্তৃক শিক্ষার্থীসহ বম জাতিসত্তার লোকজনগে গণগ্রেফতারের চিত্র। সংগৃহিত ছবি

- ৮ এপ্রিল ২০২৪, সোমবার রুমার বেথেল পাড়া থেকে কলেজ শিক্ষার্থীসহ ৪৯ জন বম নারী-পুরুষকে যৌথবাহিনী গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- ১. সাপলিয়ান থাং বম (২১), পিতা-লাল মুন সাং বম; ২. রিন সাং বম (২৫), পিতা-নলখন বম; ৩. সাইবা বম (২৫), পিতা-সানথিয়াং বম; ৪. মুন থাং লিয়ান বম (৩৩), পিতা-মৃত চম দিন বম; ৫. পায়ুং বম (৪৪), পিতা-গান থিয়াং বম; ৬. তান লান দিক বম (৩২), পিতা-লাল ফুং বাং বম; ৭. জাসুয়া বম (৪২), পিতা-লাল মুন সাং বম; ৮. ভারো সাং বম (৩২), পিতা-রেম নিয়ার বম; ৯. নলখন বম (৫৫), পিতা-সাংসিং বম; ১০. লাল রং কিং বম (২৯), পিতা-লালমিন লিয়ান বন; ১১. লিয়ান জুয়াই থাং বম (২৪), পিতা-মৃত সাই ইয়াং বম; ১২. লাল রাম তিয়াম বম (৪৪), পিতা-সিমখান বম; ১৩. লালনাম লিয়াম বম (৩৬), পিতা-জালিয়ান লাল বম; ১৪. লাম জুয়াল বম (৫০), পিতা-মৃত সাং খন বম; ১৫. রাম মাং লিয়ান বম (১৭), পিতা-জিৎ সাং বম; ১৬. গিলবার্ট ধর্ম (১৭), পিতা-লাল

রাম লিয়াম বম; ১৭. ভান কয়াত ময় বম (২৩), পিতা-লাল তুয়ার বম; ১৮. লাল ইমানুহল বম (৪৩), পিতা-জিং আল বম; ১৯. লালমুন লিয়ান বম (২৮), পিতা-লাল খান ঝুম বম; ২০. লাল থাং পুই বম (১৯), পিতা-মৃত লাল ময় থাং বম; ২১. জেমস মিলটন বম (৩৪), পিতা-বহু রিয়ার বম; ২২. রোসাং নিয়ান বম (৩০), পিতা-বিয়াক ধন বম; ২৩. লাল বোয়াত লম বম (৪৫), পিতা-রাম সিম বম; ২৪. লাল দিন ধার বম (৪০), পিতা-দং নিন বম; ২৫. জৌলুন নাং বম (৪৫), পিতা-চেও দির বম; ২৬. রেম ধন বম (৬০), পিতা-অং চেও বম; ২৭. পেনাল বম (৬০), পিতা-মৃত চয়তিম বন; ২৮. কাল কম লিয়ান বম (৫৫), পিতা-সাপইয়াং বম; ২৯. লাল রাওথম বম (৩৭), লাল জালিয়ান বম; ৩০. তান লাল সম বম (৩৪), পিতা-রেম নিয়ার বম; ৩১. লাল রুয়াই বম (৫২), পিতা-গান থিয়াং বম; ৩২. আজিং বম (২০), স্বামী-আরিনহ্ বম; ৩৩. লালসিং পার বম (৩০), স্বামী-আলিম বম; ৩৪. ভান রিন কিম বম (৩৬), স্বামী-তোলয়াং পুই বম; ৩৫. আতং বম (৩০), স্বামী-পালেন বম; ৩৬. আলমন বম (২২), পিতা-সিয়ান খুপ বম; ৩৭. লাল মূন এং বম (১৯), পিতা-তনথুয়াই বম; ৩৮. লাল নূন জির বম (৩৪), পিতা-মৃত পুনসাং বম; ৩৯. মেলরি বম (২৬), পিতা-জিংআলহ বম; ৪০. লাল নূন বম (২৪), পিতা-লম জুয়াল বম; ৪১. নেম পেন বম (৩৮), স্বামী-সাংলিয়ান বম, ৪২. এলিজাবেত বম (৩০), স্বামী-ভানলাল দিক বম; ৪৩. লালতাহাকিম বম (৩০), পিতা-লালতন লিয়ান বম; ৪৪. পারঠা জোয়াল বম (১৯), পিতা-লালতন লিয়ান বম; ৪৫. জিং রোল এং বম (৩২), পিতা-মৃত চমনিন বম; ৪৬. লাল নূন কিম বম (২৫), পিতা-লালতন লিয়ান বম; ৪৭. টিনা বম (১৮), পিতা-লাল রুয়াই বম; ৪৮. লেরী বম (২৩), পিতা-লাল নম সাং বম; ৪৯. শিউলি বম (২১), পিতা-হ্লাং খুম বম।

- ৯ এপ্রিল ২০২৪, রাতে রুমা উপজেলার বেথেল পাড়া থেকে লাল লিয়ান সিয়াম বম (৫৭), পিতা-মৃত থন আলহ বমের নামে একজনকে গ্রেফতার করে যৌথ বাহিনী। তিনি খ্রিষ্টান ধর্মীয় একজন প্যাস্টর বলে জানা যায়। একইদিন থানচি থেকে ভানলালবয় বম (৩৩), পিতা-জিংতোয়ার বম নামে অপর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে যৌথ বাহিনী। তার বাড়ি শাহজাহান পাড়ায়।

- ১১ এপ্রিল ২০২৪ যৌথবাহিনীর সদস্যরা রুমা উপজেলার ইডেন পাড়া থেকে লালরিন তোয়াং বম (২০), পিতা-লালচেও, ভাননিয়াম থাং বম (৩৭), পিতা-ঙুনদাং বম ও ভানলাল থাং বম (৪৫), পিতা-লালমুয়ান বম নামে ৩ জনকে গ্রেফতার করে।

- ১২ এপ্রিল ২০২৪, যৌথবাহিনীর সদস্যরা রুমা উপজেলার জাইয়ন পাড়া থেকে তোয়ার লিয়ান বম ও ডেবিড বম নামে ২ জনকে এবং একইদিন বান্দরবান সদরের বালাঘাটা থেকে লমথার বম, গ্রাম-চিনলুং পাড়া ও রবার্ট বম, গ্রাম-হেবরন পাড়া নামে আরো ২ জনকে আটক করা হয়।

- ১৩ এপ্রিল ২০২৪, রাত ৯:৩০টায় সেনাবাহিনী বান্দরবানের রেইচা সেনা চেকপোস্টে ঢাকাগামী একটি শ্যামলী বাস থেকে ৬ জন বম ছাত্র-ছাত্রীকে আটক করে। এরা হলেন- ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র সাংসিংময় বম (২১), পিতা-লাল তিন খুম বম, গ্রাম-লাইমি পাড়া; ঢাকা প্রাইম কলেজ অফ নার্সিং-এর ছাত্রী রাম ঝাউ কিম বম (২২), পিতা-লাল তিন খুম বম, গ্রাম-লাইমি পাড়া; গাজীপুর পানজুরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সারি লালরম বম (১৫), পিতা-লাল কিম বম, গ্রাম-লাইমি পাড়া; ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ-এর ছাত্র লাল লিয়ান নুয়াম বম (২৫), পিতা-হাওলিয়ান বম, গ্রাম-লাইমি পাড়া; ঢাকা নটরডেম কলেজের ছাত্র রৌজালিয়ান বম (১৭), পিতা-ভানরৌ, গ্রাম-লাইমি পাড়া; ঢাকা সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল এ্যান্ড কলেজের ছাত্র টমাস লালরাম তাং বম (১৭), পিতা-লাল রিন সাং বম, গ্রাম-বালাঘাট।

পরে রাত ৯:৪০টার দিকে এএসইউ বান্দরবান ইউনিটের প্রধান লেঃ কর্নেল মোঃ ফাহাদ ফয়সাল রেইচা চেকপোস্টে এসে আটককৃতদেরকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর উক্ত ৬ ছাত্রকে বান্দরবান সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

পরদিন (১৪ এপ্রিল) আটককৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ-এর ছাত্র লাল লিয়ান নুয়াম বম-কে আটক রেখে অন্যান্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

- ১৪ এপ্রিল, ২০২৪ পুলিশ বান্দরবান সদর থেকে ৪ জনকে বমকে গ্রেফতার করে। এরা হলেন- লাল রৌবত বম (২৭), পিতা-লাল মিন সাওম বম, গ্রাম-রেমাক্রি প্রাংসা; লাল লোম খার বম (৩১), পিতা-লিয়ান জুয়াম বম, গ্রাম-কুহালং; মিথুসেল বম (২৫), পিতা-রুয়াল লাই বম, গ্রাম-পাইন্দু ইউনিয়ন এবং লাল রুয়াত লিয়ান বম (৩৮), পিতা-রামকুপ বম, গ্রাম-বান্দরবান সদর।

একই দিন রুমা উপজেলার বেথানি ত্রিপুরা পাড়া থেকে যৌথবাহিনীর সদস্যরা কেএনএফ-কে সহযোগিতা করার কারণ দেখিয়ে কার্বারি রতিচন্দ্র ত্রিপুরা (৫৮), পিতা-গঙ্গামনি ত্রিপুরা; নটরডেম কলেজে পড়ুয়া ছাত্র কার্বারির ছেলে সুকান্ত ত্রিপুরা (২১); রখাচন্দ্র ত্রিপুরা (২১); আব্রাহাম ত্রিপুরা (৩০); পিন্টু ত্রিপুরা (৩০),পিতা-শৈতোহা ত্রিপুরা ও অজ্ঞাতনামা আরো ১ জন সহ মোট ৬ জন নিরীহ ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে আটক করে। আটকের পরে যৌথবাহিনীর সদস্যরা নানা হয়রানির পর সেদিন রাতেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

- ১৫ এপ্রিল ২০২৪, লাইমি পাড়ার কার্বারি হাওলিয়ান বম বান্দরবান সদর থানায় আটক ছেলে লাল লিয়ান নুয়াম বম এর সাথে দেখা করতে গেলে পুলিশ কার্বারিকে আটক করে তার ছেলেকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

- ১৬ এপ্রিল ২০২৪ বান্দরবান জেলার সীমান্তবর্তী রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়নের ধুপানিছড়া, হাতিছড়া ও শেপ্রু পাড়া থেকে সেনাবাহিনী ধুপানিছড়া গ্রামের কার্বারিসহ ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ৮ নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করে। এরপর তাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে কয়েকটি গাদা বন্দুকসহ ছবি তুলে 'কেএনএফ সন্ত্রাসী' সাজিয়ে আইএসপিআর সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দেয়। আইএসপিআরের বিবৃতিতে তাদেরকে আটক দেখানো হয়। তবে র‍্যাব তাদেরকে সেনাবাহিনীর আটক করার দাবি থেকে সরে গিয়ে কেএনএফের আস্তানা দেখিয়ে দেয়ার জন্য হেফাজতে নেয়া হয়েছে বলে জানায়। পরে এ ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা প্রশ্ন দেখা দিলে পরদিন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হায় বলে জানা যায়।

এ ঘটনার ভুক্তভোগী ত্রিপুরা গ্রামাবাসীরা হলেন- ১) জাতিরাই ত্রিপুরা (৪১), পিতা-সাদিজন ত্রিপুরা, গ্রাম-ধুপানি ছড়া; ২) পেট্রিক ত্রিপুরা(২৭), পিতা-সুনরাং ত্রিপুরা, গ্রাম-ধুপানি ছড়া; ৩) কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিপুরা(৪০), পিতা-জরেন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রাম-হাতি ছড়া পাড়া; ৪) যাকোব ত্রিপুরা (৩৯), পিতা-লাস্কু ত্রিপুরা, গ্রাম-হাতিছড়া পাড়া; ৫) গুনীজন ত্রিপুরা(৪৪), পিতা- মৃত অংশেপ্রু ত্রিপুরা, গ্রাম-শেপ্রু পাড়া; ৬) বীরজয় ত্রিপুরা(১৯), পিতা-গুণীজন ত্রিপুরা, গ্রাম-শেপ্রু পাড়া; ৭) বীরবাহাদুর ত্রিপুরা(৩৮), পিতা-সতিজন ত্রিপুরা, গ্রাম- শেপ্রু পাড়া ও ৮) সিমন ত্রিপুরা(২৫), পিতা-গণেশ ত্রিপুরা, গ্রাম-শেপ্রু পাড়া।

- ২০ এপ্রিল ২০২৪, শনিবার রাত ৯টার দিকে রুমার গীর্জা পাড়া থেকে শিশু সন্তানসহ ৩ নারীকে গ্রেফতার করে যৌথবাহিনীর সদস্যরা। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- লাল রুয়াত ফেল বম (২০), স্বামী- সুশান্ত ত্রিপুরা, লাল এং কল বম (২৬), স্বামী- লাল চয় সাং বম ও লাল নুন পুই বম (১৯), পিতা-লাল তোয়ান লিয়ান বম। তারা সবাই রুমা ইউপির গীর্জাপাড়ার বাসিন্দা।

তিন বম নারীকে শিশুসন্তানসহ গ্রেফতার করে যৌথ বাহিনী। এর মধ্যে একজন ২ মাস বয়সী দুগ্ধপোষ্য শিশুও রয়েছে।

এর মধ্যে লাল নুন পই বম রুমা সরকারি সাংগু কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী বলে জানা যায়।

গ্রেফতার লাল রুয়াত ফেল বমের সাথে ৩ বছর বয়সী ইউনিক ত্রিপুরা নামে এক কন্যা সন্তান, লাল এং কল বমের সাথে দেড় মাস বয়সী স্টিফেন বম (দুগ্ধপোষ্য) ও ৪ বছর বয়সী লাল থার সাং বম নামে দুই ছেলে সন্তান ও ৩ বছর বয়সী লাল ফেলিনা বম নামে এক কন্যা সন্তান রয়েছে। গ্রেফতারের পর শিশুদেরসহ তাদের সবাইকে জেলে প্রেরণ করা হয়।

- ২২ এপ্রিল ২০২৪, রুমা উপজেলার মুনলাই পাড়া থেকে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ৭ জনকে গ্রেফতার করে। এরা হলেন- ১.ভান নুন নোয়াম বম (৩৩), ২. লাল নুন নোয়াম বম (৬৮), ৩.চমলিয়ান বম (৫৬), ৪.লাল দাভিদ বম (৪২), ৫.লাল মিন বম (৫০), ৬.লাল পেক লিয়ান (৩২) ও ৭.ভান বিয়াক বম (২৩)।

- ২ মে ২০২৪ কেএনএফ-বিরোধী অভিযানের সময় রোয়াংছড়ি উপজেলার পাইক্ষ্যং পাড়া থেকে পাড়ার কার্বারীসহ ২১ জন সাধারণ বম গ্রামবাসীকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। যাদেরকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা যায় তারা হলেন- ১. পেটের বম (তিনি পাইক্ষ্যং পাড়ার কার্বারি); ২। পাস্টর সোলোমন বম (ধর্ম প্রচারক); ৩. রোয়ালখুম বম; ৪. সিমলিয়ান বম; ৫. লালঠাখুম বম; ৬. লালহুম লিয়ন বম; ৭. সিং মিন লিয়ান বম; ৮. ভানচনহ্ সাং বম; ৯. থ্লামুয়ান বম; ১০.রুয়াল লিয়ান সাং বম; ১১. মালসম ময় বম; ১২. রামচন্হ বম; ১৩.লালহুনরুয়াত বম; ১৪.কাপময় বম; ১৫. লালমিন তলুয়াং বম; ১৬. জনাব জোহান বম; ১৭. লালরামপিয়ান বম; ১৮. লালরেম সাং বম; ১৯. ভানলালঠুয়াই বম; ২০. লালচন্হ সাং বম ও অজ্ঞাতনামা ১ জন। এদের মধ্যে ১ জনের লাশ উদ্ধারের তথ্য পাওয়া গেলেও বাকীদের সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, আটককৃতদের মধ্য থেকে অন্তত ৫ জনকে গুলি করে হত্যার পর লাশ গুম করা হয়েছে।

বান্দরবানে যৌথবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার করা হয় সাই খোয়াই বম (৭১) নামের এই বৃদ্ধকে। ছবি: সংগৃহিত

- ৫ মে ২০২৪ বান্দরবানের রুমা উপজেলায় বাসাতুলং পাড়া থেকে যৌথবাহিনীর সদস্যরা সাই খোয়াই বম (৭১) নামে এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করে।

- ১৬ মে ২০২৪ বান্দরবান সদর ইউপির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের লাইমি পাড়া থেকে র‍্যাব-১৫ সদস্যরা জিংথাকিম বম আকিম (১৭) নামে এক বম কিশোরীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের শিকার আকিম বম লাইমি পাড়ার বাসিন্দা সিয়াম থং বমের মেয়ে।

- ২৪ মে ২০২৪ দপুরে খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে সেনাবাহিনী বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর মানিকছড়ি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অংসালা মারমা (২০) ও মোটর সাইকেল চালক মংসাপ্রু মারমাকে (২৪) গ্রেফতার করে। পরে তারা খাগড়াছড়ি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান।

- ২৬ মে ২০২৪ বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার পাইক্ষ্যং পাড়া এলাকা থেকে যৌথবাহিনীর সদস্যরা ৩ জন বমকে গ্রেফতারের তথ্য পাওয়া যায়। এরা হলেন- লালরাম লিয়ান বম (৩৮), জোহান বম (৪৫) ও লালহোম লিয়ান বম (৩৭)। তারা তিন জনই পাইংক্ষ্যং পাড়ার বাসিন্দা।

- ২৯ মে ২০২৪ সন্ধ্যায় বান্দরবানের রোয়াংছড়ি থেকে রেমথাং লিয়ান বম (৩৭) নামের একজনকে গ্রেফতার করে যৌথবাহিনীর সদস্যরা। গ্রেফতারের শিকার রেমথাং লিয়ান বম রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

- ৫ জুন ২০২৪ বান্দরবানের বালাঘাটা এলাকা থেকে মনট্রিয়াল বম (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে যৌথবাহিনী। পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। গ্রেফতার মনট্রিয়াল বম বান্দরবান পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

- ১২ জুন ২০২৪ বান্দরবানের রুমা থেকে ৩ জনকে গ্রেফতার করে যৌথবাহিনী। এরা হলেন- জন পল বম (২৭), জনি লুসাই (৪১) ও লাল রুবাল খুপ বমকে (৫০)।

-১৩ জুন ২০২৪ রোয়াংছড়ি উপজেলা থেকে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা বম জাতিসত্তার ৬ জনকে গ্রেফতার করে। এরা হলেন- ইসহাক বম (৩৮), মুনকিম লিয়ান বম (৪৩), রোয়াল লিয়ান সাং বম (৩০), রাম চনহ সাং বম (২৫), রোয়ালে খুম লিয়ান বম (৪০), কাপ ময় থাং বম (৩৪)।

- ২১ জুন ২০২৪ বান্দরবানের রুমা উপজেলা থেকে যৌথবাহিনীর সদস্যরা ৩ জন বমকে গ্রেফতার করে। এরা হলেন- রুমার পাইন্দু ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা গড গলরী বম (৩১), সাং খুম বম (৩৮) ও জেফানিয়া বম (১৯)।

- ২২ জুন ২০২৪ বান্দরবানের রুমা উপজেলা সদর থেকে সাইলুক থাং বম (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি পাইন্দু ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সিয়াম রোয়াত বমের ছেলে।

- ১১ জুলাই ২০২৪ বান্দরবানের রুমা উপজেলার লাইনরুপি পাড়া এলাকা থেকে যৌথ বাহিনী ৫ জন বমকে গ্রেফতার করে। এরা হলেন- লালহিম সাং বম (৩৭), সং লিয়ান বম (২৫), লালচন সাং বম (৪৮), লাল পিয়ান সাং বম (৩৬), লাল সিয়াম থাং বম (৩৮)। (সূত্র https://www.ekusheysangbad.com/country/news/448915)

- ২৬ জুলাই ২০২৪ দুপুরে বান্দরবানের থানচি উপজেলার সদর ইউনিয়নের সিমলাম্পি পাড়া থেকে যৌথবাহিনীর অভিযানে আরও ৩ জন বমকে গ্রেফতার করা হয়। এরা হলেন- থানচি উপজেলার সদর ইউনিয়নের সিমলাম্পি পাড়ার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভাল লাল বস বম (৩০), লাল মুন লিয়ন বম (৪২) ও জাবেল বম (২৩)।

নান্যাচর উপজেলা চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমাকে হাতকড়া পরিয়ে আদালত থেকে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

- ২৮ জুলাই ২০২৪ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় নান্যাচর উপজেলা চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমাকে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়। এদিন তিনি হাইকোর্টের নির্দেশে রাঙামাটি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির হলে তার বিরুদ্ধে দায়ের মিথ্যা মামলার জামিন নামঞ্জুর করে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করে। এরপর পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে তাকে কারাগারে নিয়ে যায়। পরে তিনি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান।

- ১১ আগস্ট ২০২৪ বিকালে খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের ঠাণ্ডাছড়ি পাড়া থেকে দুই জন পাহাড়ি মোটর সাইকেল চালককে আটক করে। পরে হয়রানির পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

ভুক্তভোগীরা হলেন ১. কুপেন জয় ত্রিপুরা (২০), পিতা- কৃপাচার্য ত্রিপুরা(কার্বারী), গ্রাম- পক্ষীমুড়ো ও ২. সনে রঞ্জন ত্রিপুরা(২২), পিতা- আথোয়াই ত্রিপুরা, গ্রাম- ঠান্ডাছড়ি।

- ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বান্দরবানের থানচি উপজেলার শাহজাহান পাড়া টিওবি এলাকা থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যরা রাম জা থাং পাতেং (৪০) নামে এক বমকে গ্রেফতার করে।

- ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দিবাগত মধ্যরাতে খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের দাতারাম পাড়া থেকে সেনাবাহিনী ভূবন জয় ত্রিপুরা (৩৭) নামে এক গ্রামবাসীকে আটক করে। পরে তাকে থানায় হস্তান্তর করে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দুপুর সাড়ে ১২টার সময় খাগড়াছড়ির রামগড় বাজার থেকে বিজিবি কর্তৃক হেমন্ত ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটকের পরে তাকে চাঁদাবাজির অভিযোগে থানায় হস্তান্তর করার পর মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

- ১৯ নভেম্বর ২০২৪ ভোররাতের সময় (রাত ৩টা) খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের জড়িচন্দ্র পাড়া থেকে সেনাবাহিনী ৪ জনকে আটক করে সিন্দুকছড়ি সেনা জোনে নিয়ে যায়। পরে সকালে সেনা জোন থেকে ৩ জনকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং ১ জনকে থানায় হস্তান্তর করা হয়।

ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা হলেন- ১. সুবেল ত্রিপুরা ওরফে সজল (২২), পিতা- সুবি কুমার ত্রিপুরা (সাবেক ইউপিডিএফ সদস) ও ২. রুবেল ত্রিপুরা (২৫), পিতা- সুবি কুমার ত্রিপুরা; ৩. যতীন ত্রিপুরা (২২), পিতা- অমৃত লাল ত্রিপুরা (কার্বারি) ও ৪. মহন ত্রিপুরা (১৭), পিতা- হির কুমার ত্রিপুরা।

- ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকালে রাঙামাটির বরকল উপজেলার ৩নং আইমাছড়া ইউনিয়নে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক ১২ জন পাহাড়িকে তাদের নিজস্ব জুমের ১৩০ মণ তিল ও ১১টি ট্রলার বোটসহ আটক করা হয়। তবে পরদিন (২৫ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে স্থানীয় হেডম্যান-কার্বারী ও জনপপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে লিখিত নিয়ে জব্দকৃত মালামাল সহ আটককৃতদের ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা হলেন- ১. সোনাধন চাকমা, পিতা-ফরচান চাকমা, গ্রাম-ভুয়াটেক ২. চিত্তিহালা চাকমা, পিতা-বীরো নাকচ চাকমা, গ্রাম-ভুয়াটেক, ৩. বিজয় লাল চাকমা, পিতা-প্রেমরাম চাকমা, গ্রাম-ভুয়াটেক, ৪. বুদ্ধধন চাকমা, পিতা-সাধন চাকমা, গ্রাম-ভুয়াটেক, ৫. সাধন চাকমা, পিতা-প্রেমরাম চাকমা, গ্রাম-ভুয়াটেক, ৬. ইরা রঞ্জন চাকমা, পিতা-পুচ্চা মুনি চাকমা, গ্রাম-কালাবন ছড়া (মাল্য ছড়া), ৭. বিনয় শংকর চাকমা, পিতা-অরুন বিকাশ চাকমা, গ্রাম-চান্দবী ঘাট, ৮. দেব শংকর চাকমা, পিতা-অরুণ বিকাশ চাকমা, গ্রাম-চান্দবী ঘাট, ৯. কান্তি বিজয় চাকমা, পিতা-শীব রতন চাকমা, গ্রাম-চান্দবী ঘাট, ১০. বিমল চাকমা, পিতা-মায়া রতন চাকমা, গ্রাম-ভুয়াটেক, ১১. দেবাশীষ চাকমা, পিতা-দেব শংকর চাকমা, গ্রাম-ভুয়াটেক, ১২. লক্ষী রঞ্জন চাকমা, পিতা-শশী কুমার চাকমা, গ্রাম-ভুয়াটেক। তারা সবাই আইমাছড়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত।

২। **শারীরিক নির্যাতনঃ**

২০২৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী দ্বারা পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ২২ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ঘটনাগুলো নিম্নরূপঃ

- ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ রাঙামাটির জুরাছড়িতে সেটলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ির জমি বেদখলে বাধা দেয়ার কারণে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৫ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। ভুক্তভোগীরা হলেন- পল্লব চাকমা (মেম্বার জুরাছড়ি সদর ইউপি, ৭নং ওয়ার্ড), সজীব চাকমা, অনুপম চাকমা, মিন্টু চাকমা ও রন্টু চাকমা। পরে ক্যাম্প থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

- ২৫ আগস্ট ২০২৪ খাগড়াছড়ির রামগড়ের এক ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যকে সেনা ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। মানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলী আর্মি ক্যাম্পে এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। নির্যাতনের শিকার জনপ্রতিনিধির নাম ভারত কুমার চাকমা (৩৫), পিতা- হুলুঙে চাকমা, গ্রাম- রুপাইছড়ি, রামগড়, খাগড়াছড়ি। তিন রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য।

- ২৭ আগস্ট ২০২৪ রাঙামাটির জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর জোন কমাণ্ডার লে. কর্নেল জুলকিফলী আরমান বিখ্যাত-কে সালাম না দেয়াকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর নির্যাতনে থানার ওসিসহ অন্তত ১০ জন পুলিশ সদস্য আহত হন।

সেনাবাহিনীর নির্যাতনে আহত পুলিশ সদস্যদের কয়েকজন।

নির্যাতনের শিকার পুলিশ সদস্যরা হলেন- ১. জুরাছড়ি থানার ওসি আব্দুস সালাম, ২. সেকেন্ড অফিসার, এসআই (নিঃ) মোরশেদ আলম, ৩. এসআই (নিঃ) সাজেদুল হক, ৪. এসআই (নিঃ) মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া, ৫. এসআই (নিঃ) মো. মোস্তাক আহমেদ, ৬) এসআই (নিঃ) মো. মনিরুজ্জামান, ৭. কনস্টেবল/৯৩৯ নিরোধ চাকমা, ৮. কনস্টেবল/১০৬৭ দয়াল কান্তি চাকমা, ৯. কনস্টেবল/১৪৩৬ শাহজাহান বিন রাব্বি ও ১০. কনস্টেবল/১০৩৩ তুহিন চাকমা গুরুতর আহত হয়।

এ সময় থানায় হামলা, ভাঙচুর ও থানার সামনে একটি মোটর সাইকেল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

- ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে সেনাবাহিনী হ্লাচেউ মারমা (২৬), পিতা- মিতুশে মারমা , সিন্দুকছড়ি, গুইমারা ও তার ভাই হ্লাচাই মারমা (২৩) নামে দু'ব্যক্তি মারধরের শিকার হন। এ সময় তারা তিনটহরী বাজার থেকে মালামাল বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে মানিকছড়ির ধর্মঘর এলাকায় দোকানে বসে নাস্তা করছিলেন।

- ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক মারমা দোকানদার ও তার দুই মেয়েকে শারিরীক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মারধরের শিকার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন- উহ্লাসাইন মারমা (৪৫), গ্রাম-কিবুক পাড়া, কুহালং ইউনিয়ন এবং তার দুই মেয়ে সাইমাউ মারমা (১৬) ও সাথুইমা মারমা(১৩)। ডলুপাড়া সেনা জোন কমান্ডার মো. সফিউদ্দিন এর নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটে।

- ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলার ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের সাপছড়ি গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এক ব্যক্তি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম রূপায়ন চাকমা (সুকোমল), পিতা- ফলোমনি চাকমা, গ্রাম- উগুদোছড়ি, ৮নং ওয়ার্ড, ৩নং বর্মাছড়ি ইউনিয়ন, লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি। তিনি পেশায় একজন অটোরিক্সা চালক বলে জানা যায়।

৪। ঘরবাড়িতে তল্লাশিঃ

২০২৪ সালে অন্তত ২২ গ্রামবাসীর বাড়িতে হয়রানিমূলক তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিকালে জিনিসপত্র তছনছ ও নগদ টাকাও লুটে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাগুলো নিম্নরূপঃ

- ৬ জানুয়ারি ২০২৪ খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের মানিকছড়ি ধর্মঘর নামক জায়গায় সেনাবাহিনী এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালায়। ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম কান্দারা চাকমা (২৮), পিতা-বড়চোগা চাকমা-এর বাড়িতে তল্লাশি চালায় ও বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়।

- ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, সোমবার দুপুরে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ধুল্যে এলাকায় সেনাবাহিনী অমিয় চাকমা (৫৫) নামে এক গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

- ৯ আগস্ট ২০২৪ রাতে রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার পুরাতন পোয়া পাড়া গ্রামে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সুরেশ কান্তি চাকমা নামে এক গ্রামবাসীর বাড়িতে হয়রানিমূলক তল্লাশি চালায়। তল্লাশিকালে বাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়া হয়। এ সময় সেনা সদস্যদের সাথে মিল্টন তঞ্চঙ্গ্যাসহ কয়েকজন ঠ্যাঙাড়ে সদস্যও ছিল।

- ৩০ আগস্ট ২০২৪ খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার বদনালা গ্রামে সেনাবাহিনী দুই গ্রামবাসীর বাড়িতে হয়রানিমূলক তল্লাশি চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগীরা হলেন- ১. লক্ষ্মী বিলাস চাকমা (৬০), পিতা- মৃত যোগেন্দ্র চাকমা ও ২. মোহপ্রিয় চাকমা (৫০), পিতা-মৃত রাজ চন্দ্র চাকমা। এ সময় সেনারা সোনামনি চাকমা নামে এক ঠ্যাঙাড়ে সদস্যকে তাদের সাথে নেয়।

- ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিকাল আনুমানিক ২:৩০ টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলা সদরের বালুখালীমুখ পাড়া (বিহার পাড়া) গ্রামে ৬ গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশি চালানোর অভিযোগ পাওয়া যায়।

তল্লাশির শিকার গ্রামবাসীরা বীরোলাক্কো চাকমা (৫৮), পিতা-মৃত রমনী মোহন চাকমা এবং তার দুই ছেলে ত্রিনয়ন চাকমা ত্রিনয়ন চাকমা (৩৫) ও রুনেল চাকমা (হংসরাজা) (৩০); ভাগ্যধন চাকমা (৪৫), পিতা-বিলাস কুমার চাকমা; অর্জুন চাকমা (৩৮), পিতা-বিলাস কুমার চাকমা ও দেবরায় চাকমা (৩৮), পীং-ভাগ্য লক্কো চাকমা।

তল্লাশি করার সময় সেনা সদস্যরা বাড়িতে পাওয়া ত্রিনয়ন চাকমার নগদ ৬৮,০০০ টাকা এবং ত্রিনয়ন চাকমার মেয়ের কাছে পাওয়া আরো ২০০০ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।

- ৭ নভেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফ সদস্য সুমিত চাকমার বাড়িতে হয়রানিমূলক তল্লাশি চালানো হয়।

- ১৬ নভেম্বর ২০২৪ রাঙামাটি সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নের গুইহাবাছড়া গ্রামে সেনাবাহিনী তিন গ্রামবাসীর বাড়িতে হয়রানিমূলক তল্লাশি চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। গবঘোনা সেনা ক্যাম্প হতে সুবেদার মো. গফুর এর নেতৃত্বে এ তল্লাশির ঘটনা ঘটে।

তল্লাশির শিকার গ্রামবাসীরা হলেন- ১. কালা মরত্তো চাকমা (৪৫), পিতা-জহরলাল চাকমা, গ্রাম-গুইহাবাছড়া, ২. সুশান্ত চাকমা (৫৫), পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম-গুইহাবাছড়া ও ৩. অনিল চাকমা (৩৮), পিতা-লাদিবাপ চাকমা, গ্রাম-গুইহাবাছড়া।

- ১৭ নভেম্বর ২০২৪ রাঙামাটি কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের ওয়াপু মাইদং পাড়ায় সেনাবাহিনী ক্যথোয়াই মারমা (৩২), পিতা-মৃত ক্যজাইহ্লা মারমা এক গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। রাইখালী সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ওয়ারেন্ট অফিসার মো. আব্দুল কুদ্দুস এর নেতৃত্বে এ তল্লাশির ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়।

- ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের ছোট ন' ভাঙা গ্রামের বাসিন্দা দুই সহোদরের বাড়িতে একদল সেনা সদস্য হয়রানিমূলক তল্লাশি চালায় বলে অভিযোগ যায়। যাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন ১. থুইঞোইউ মারমা (৫৮) ও ২। পংউশি মারমা (৫৬)। তারা উভয়ে অংফু মারমার ছেলে। তারা টুকটাক কৃষি ও জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

- ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার তারাবন এলাকার লাম্বু পাড়া (গীর্জা) ও পেট্টুয়া পাড়ায় ৪ গ্রামবাসীর বাড়িতে সেনাবাহিনী হয়রানিমূলক তল্লাশি চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। যাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন- ১. অন্তর চাকমা (৩২), পিতা- তরুন বিকাশ চাকমা, গ্রাম-লাম্বু পাড়া (গীর্জা), ৫ নং ওয়ার্ড, ২ চেঙ্গী ইউনিয়ন; ২. প্রিয় লাল চাকমা (৪০), পিতা- মৃত জ্ঞান কুমার চাকমা, গ্রাম- ঐ; ৩. দুলাল চাকমা (৬০), পিতা- রত্নসেন চাকমা, গ্রাম- ঐ এবং ৩. সুনান্টু চাকমা (২৬), পিতা- গুরি চাকমা, গ্রাম- পেট্টুয়া পাড়া, ৬নং ওয়ার্ড, ২ চেঙ্গী ইউনিয়ন। খাগড়াছড়ি সদর জোনের অধিনায়ক আবুল হাসানত জুয়েল, পানছড়ি সাবজোনের ক্যাপ্টেন নাহিদ ও অয়ন এ তল্লাশি অভিযানে নেতৃত্ব দেন বলে জানা গেছে।

৩। হয়রানিঃ

২০২৪ সালে অন্তত ১১টি হয়রানিমূলক ঘটনা ঘটেছে। এতে ৩টি ঘটনায় ১৫ জনকে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হয়রানি, ১ জনকে আটকের চেষ্টা করা হয়। এছাড়া অপর ৮টি ঘটনায় হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন, ব্যবসায়িক কাজে বাধা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাগুলো নিম্নরূপঃ

- ৬ জানুয়ারি ২০২৪ বিকালে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের মানিকছড়ি ধর্মঘর এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রিয় জ্যোতি চাকমা ওরফে বাত্যে (২৯), পিতা অনাদি চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে আটকের চেষ্টা করে হেনস্থা ও হয়রানি করা হয়।

- ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ রাঙামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নের ফুরোমোনের মোন পাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রামের এক কার্বারি জল কুমার চাকমাসহ ৯ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে হয়রানি করা হয়। এদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন এক কাঠ ব্যবসায়ীর নিয়োজিত কাঠুরিয়া। সেনারা কার্বারিকে বাদে সকলের চোখ বেঁধে দেয় ও নানা জিজ্ঞাসাবাদ করে হয়রানি করে। জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাদের সবাইকে ছেঁড়ে দেওয়া হয়।

- ১৮ জানুয়ারি সকাল ১১টার সময় মহালছড়ি সেনা জোনের অধীন ধুমনিঘাট সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার মো. মিজান-এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য পক্ষীমুড়ো এলাকার একটি ত্রিপুরা পাড়ায় গিয়ে পাড়ার কার্বারিকে নানা ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করে হয়রানি করে।

- ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ ধুমনিঘাট সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্য পক্ষীমুড়ো ও ধুমনিঘাট এলাকায় গিয়ে সাধারণ জনগণকে মোটর সাইকেল ও মহেন্দ্র গাড়ি না চালানোর নির্দেশ দেয়। এছাড়া পক্ষীমুড়ো এলাকার জগনা পাড়ায় এক সামাজিক অনুষ্ঠানে আসা লোকজনকে নানা কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করে হয়রানি করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

- ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ সকালে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের ১১ কিলো নামক এলাকা থেকে সেনাবাহিনী নিরীহ ৬ জনকে ক্যাম্পে নিয়ে হয়রানি করার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। হয়রানির শিকার ব্যক্তিরা হলেন- ১. পংকজ চাকমা (৩৫), পিতা- পূর্ণ সাধন চাকমা, গ্রাম- ক্ষেত্রপুর, দীঘিনালা, ২. জগত চাকমা (৪০), পিতা- সমর চাকমা, গ্রাম- ক্ষেত্রপুর, দীঘিনালা, ৩. বাইডেন চাকমা (৩০), পিতা- মনোরাম চাকমা, গ্রাম- ক্ষেত্রপুর, দীঘিনালা, ৪. কারবাজ্জে চাকমা (৩৫), পিতা- মৃত মুকুল জ্যোতি চাকমা, গ্রাম- ক্ষেত্রপুর দীঘিনালা এবং খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা থেকে কাজ করতে আসা আরো ২ জনকে (নাম জানা যায়নি) ধরে বাঘাইহাট জোনে নিয়ে যায়। পরে নানা হয়রানি ও মানিসক নির্যাতন শেষে বিকালে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

- ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের উজো বাজার ও মাজলং বাজারে ব্যবসায়ীদের ফুলঝাড়ু কিনতে বাঘাইহাট জোনে কর্মরত ডিজিএফআই সদস্য মো. শরীফ ও মো. আরিফ বাধা দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

- ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ও করেঙাতলী এলাকায় সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই কর্তৃক গাড়ি চলাচলে বাধা প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায়। এতে এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীরা কাঁচামাল পরিবহনে চরম ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হন।

- ১১ আগস্ট ২০২৪ খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের ঠাণ্ডাছড়ি এলাকায় সেনাবাহিনী ফাঁকা গুলিবর্ষণের পর এলাকার সাধারণ জনগণকে হয়রানি করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা

এলাকার সাধারণ জনগণকে জিজ্ঞাসাবাদ, তল্লাশি ও হয়রানি করে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন। সেনাদের এমন কর্মকাণ্ডে এলাকার জনমনে আতঙ্ক দেখা দেয়।

- ১৪ ও ১৫ আগস্ট ২০২৪, রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার মাচলঙ ও উজো বাজারের ব্যবসায়ীদের মালামাল পরিবহনের গাড়ি চলাচলে বাঘাইহাট জোনের সেনাবাহিনী ও তাদের মদদে বাঘাইহাট বাজারে জীপ মালিক সমিতির লোকজন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

- ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ রাতে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের চম্পাঘাট এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক সাধারণ জনগণকে হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া যায়। ঘটনার দিন রাত আনুমানিক রাত ১১-১২টার সময় সেনারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের জাগিয়ে তুলে নানা ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করে। প্রায় ৮/১০টি বাড়িতে তারা এভাবে হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

- ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিজিবি ও সেনাবাহিনীর যৌথ টহল চলাকালে জিজ্ঞাসাবাদের নামে জনসাধারণকে হয়রানির অভিযোগ পাওয়া যায়। এর ফলে জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় বলে জানান স্থানীয়রা।

৪। গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ:

সেনাবাহিনী দ্বারা ২০২৪ সালে গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে অন্তত ১৪টি। এতে পোস্টার ছিঁড়ে দেয়া, গ্রাফিতি অঙ্কনে বাধাদান ও সমাবেশে বাধাদানের ঘটনা রয়েছে। ঘটনাগুলো নিম্নরূপ:

- ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলা সদরের টিএন্ডটি বাজার এলাকায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা ছাত্র-যুব সংহতি সংঘ নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে সাঁটানো পোস্টার ছিঁড়ে দেয়। ইউপিডিএফের চার যুব নেতা বিপুল-সুনীল-লিটন-রুহিনের খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে হাতে লেখা এই পোস্টারগুলো সাঁটানো হয়েছিল।

- ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ ১:০০টার সময় কুদুকছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য গাড়িযোগে গিয়ে কুদুকছড়ি ও সাপছড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিপুলসহ চার যুব নেতার খুনিদের গ্রেফতার-শাস্তির দাবিতে লাগানো পোস্টারগুলো নিজেরা ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং দোকানদার ও পথচারীদের ছিঁড়তে বাধ্য করে।

বাঘাইছড়িতে এক সেনা সদস্যকে পোস্টার ছিঁড়তে দেখা যাচ্ছে।

- ১৭ জানুয়ারি ২০২৪, নান্যাচরের ঘিলাছড়ি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা বিপুলসহ চার নেতা খুনে জড়িতদের গ্রেফতার-শাস্তির দাবিতে ঘিলাছড়ি বাজারে লাগানো পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

- ২১ জানুয়ারি ২০২৪ চার ছাত্র-যুব নেতা বিপুল চাকমা, সুনীল ত্রিপুরা, লিটন চাকমা ও ইউপিডিএফ সদস্য রুহিন ত্রিপুরার হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির রাঙামাটির কুদুকছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করলে তাতে সেনাবাহিনীর একটি দল বাধা প্রদান করে। কুদুকছড়ি মহাপুরুম উচ্চ বিদ্যালয়ের মূল ফটক থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি খাগড়াছড়ি-রাঙামাটির মূল সড়কে যেতে চাইলে কুদুকছড়ি ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য সড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে বাধা দেয়। এ সময় কয়েকজন সেনা সদস্যকে মুখোশ পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়।

- ২৪ জানুয়ারি ২০২৪, রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের সি-ব্লক, বঙ্গলতলি সরকারি স্কুল মাঠ দোকান, মধ্যদোকান, বটতল এলাকায় বিপুলসহ চার নেতা খুনে জড়িতদের গ্রেফতার-শাস্তির দাবিতে লাগানো পোষ্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয় বাঘাইহাট সেনা জোনের একদল সেনা সদস্য।

- ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ বাটনাতলী ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিপুলসহ চার নেতা খুনে জড়িতদের গ্রেফতার-শাস্তির দাবিতে লাগানো হাতে লেখা পোস্টারগুলো ছিঁড়ে দেয়।

রাঙামাটির কুদুকছড়িতে স্থানীয় কুদুকছড়ি সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার মো. শাহীনের নেতৃত্বে মিছিলে বাধা দিচ্ছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। পাশে সেনা পোশাকে কালো মুখোশ পরা একজনকে দেখা যাচ্ছে।

- ২১ জানুয়ারি ২০২৪, রবিবার, সকালে রাঙামাটি সদর উপজেলার কুদুকছড়িতে বিপুল চাকমা, সুনীল ত্রিপুরা, লিটন চাকমা ও রুহিন ত্রিপুরার হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তি এবং ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ভেঙে দেয়ার দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে সেনাবাহিনী বাধা প্রদান করে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), হিল উইমেন্স ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও ইউপিডিএফ এই বিক্ষোভের আয়োজন করে।

- ২ এপ্রিল ২০২৪, মঙ্গলবার বিকাল ৪.১০ টার সময় বাটনা আর্মি ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য গাড়িযোগে মরাকইল্যা নামক স্থানে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় দোকানগুলোতে সাঁটানো হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

- ২৪ এপ্রিল ২০২৪ বিকালে খাগড়াছড়ির রামগড়ে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সাঁটানো পোস্টারগুলো সেনাবাহিনী ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

- ১০ আগস্ট ২০২৪ খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক সাধারণ শিক্ষার্থীদের আঁকা কল্পনা চাকমার গ্রাফিতি মুছে দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালে সেনা কর্মকর্তা লে. ফেরদৌস গং কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলেন কল্পনা চাকমা। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর সারাদেশে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে পাহাড়ের শিক্ষার্থীরাও এই গ্রাফিতি অঙ্কন কর্মসুচি পালন কেরন।

খাগড়াছড়িতে শিক্ষার্থীদের আঁকা কল্পনা চাকমার গ্রাফিতি মুছে দেয়া হয় (মুছে দেয়ার আগে ও পরের চিত্র)

- ১২ আগস্ট ২০২৪ খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ এলাকায় গ্রাফিতি আঁকার সময় শিক্ষার্থীদের ওপর সেনাবাহিনী কর্তৃক হামলা, লাঠিচার্জ ও রঙের কৌটা লাথি মেরে ফেলে দেয়ার ঘটনা ঘটে। এতে একজন শিক্ষার্থীকে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। খাগড়াছড়ি সদর জোন কমাণ্ডার লে. কর্ণেল আবুল হাসনাত-এর নেতৃত্বে এ ঘটনা সংঘটিত করা হয়।

- ১৭ আগস্ট ২০২৪ বান্দরবানের রুমায় শিক্ষার্থীরা গ্রাফিতি অঙ্কন করতে গেলে সেনাবাহিনী বাধা প্রদান করে। পরে সেনাবাহিনীর স্থানীয় রুমা বাজার ক্যাম্প কমাণ্ডারের নিকট দরখাস্ত দিয়েই তাদের গ্রাফিতি অঙ্কন করতে হয়।

- ৩০ আগস্ট ২০২৪ খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার লেমুছড়ি মাঠে আটক ইউপিডিএফ নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মুক্তির দাবিতে আয়োজিত সমাবেশস্থলে সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়ে সমাবেশ ভন্ডুল করে দেয়। এ সময় সেনাদের সাথে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সন্ত্রাসীরাও ছিল।

- ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ রাতে রাঙামাটির সাজেক ইউনিয়নের মাচলঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপিডিএফের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নির্মিত তোরণ থেকে ফেস্টুন খুলে ফেলার অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত ফেস্টুনগুলোতে এতে "Long Live UPDF, No Full Autonomy No Rest, প্রতিষ্ঠার ২৬তম বার্ষিকীতে সংগ্রামী অভিবাদন ও লড়াইয়ে প্রেরণা ২৬ ডিসেম্বর চির ভাস্বর" লেখা ছিল।

৫। অন্যান্য:

- ১১ জানুয়ারি ২০২৪ খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এক ব্যক্তির বাগান থেকে বরই (কুল) লুটে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। ঐদিন পানছড়ি সাব-জোন থেকে ২৫ জনের একদল সেনা সদস্য নবীন চান পাড়ায় গিয়ে প্রভাত চাকমা (পিতা মৃত ভক্ত চাকমা)-এর বাগানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে তার খামার বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি চালায়। পরে চলে যাওয়ার সময় সেনারা বাগানের বরই গাছ থেকে ২০/২৫ কেজির মতো বরই পেরে লুটে নিয়ে যায়। কিন্তু তারা কোন মূল্য পরিশোধ করেনি।

- ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ির সত্তাখালে সেনাবাহিনী সাধারণ জনগণের বিক্রির জন্য রাখা বিপুল পরিমাণ কাঠ জব্দ করে নিয়ে যায়। লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোনের অধীন শুকনাছড়ি ক্যাম্প কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন ইমরান ও গুইমারা থেকে আগত জনৈক টু-আইসি (নাম জানা যায়নি)-এর নেতৃত্বে ১২ জনের একটি সেনাদল এ ঘটনাটি ঘটায়। এ সময় টু-আইসি জনসাধারণকে ভাতে মারার হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ পাওয়া।

খ. জেএসএস সন্তু গ্রুপ দ্বারা সংঘটিত ঘটনা

২০২৪ সালে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ইউপিডিএফ সদস্যসহ ৯ জনকে খুন, ১ জনকে হত্যার চেষ্টা, ২১ জনকে অপহরণ-মারধর, পিসিপি কর্মীদের ওপর ২টি হামলা এবং ৩টি হুমকি-ধমকির ঘটনা ঘটে। তাদের হামলায় পিসিপির তিন নেতা আঘাতপ্রাপ্ত হন। এছাড়া গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে বাধাদানের ঘটনা ঘটেছে ৪টি। এতে সমাবেশে বাধা-হামলা ১টি ও পোস্টার ছিঁড়ে দেয়ার ঘটনা ১টি রয়েছে। এসব ছাড়াও 'সংঘাত ও বৈষম্য বিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলন' নামে ছাত্রদের একটি প্লাটফরমকে নানা তকমা লাগিয়ে দিয়ে আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাগুলো নিম্নরূপ:

- **খুন:**

- ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের মাচলঙ ব্রিজ পাড়ায় সন্তু লামরার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি (পিসিজেএসএস)-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা আশীষ চাকমা (৪৫), পিতা- মৃত শান্তি কুমার চাকমা, ও দীপায়ন চাকমা (৩৮), পিতা- মৃত অনিল বরণ চাকমা নামে ইউপিডিএফের দুই সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে।

সাজেকের মাচলঙে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা আশীষ চাকমা ও দীপায়ন চাকমা নামে দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে খুন করে।

- ১৬ এপ্রিল ২০২৪ জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গুলিতে কর্তৃক জুমচাষী চিগোন মরত্তো চাকমা (৩৫), পিতা- অনেন্দ্র চাকমা ও তার স্ত্রী পূর্ণ মালা চাকমা (৩০) নিহত হন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তারা সাজেক পাড়ের গণ্ডাছড়া গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার সময় জুমখেত থেকে বাড়ি ফিরছিলেন বলে

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

- ১৮ মে ২০২৪ সকালে রাঙামাটির লংগদু উপজেলার বড় হাড়িকাবা এলাকায় সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জেএসএস-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফের এক সদস্য ও অপর এক সমর্থককে (গ্রামবাসী) গুলি করে হত্যা করে। নিহতরা হলেন- ইউপিডিএফ সদস্য বিদ্যা ধন চাকমা ওরফে তিলক (৪৫) ও সমর্থক ধন্য মনি চাকমা (৩৫)।

রাঙামাটির লংগদুতে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ সদস্য বিদ্যাধন চাকমা ও সমর্থক ধন্যমনি চাকমাকে গুলি করে খুন করে।

নিহত ইউপিডিএফ সদস্য বিদ্যা ধন চাকমার পিতার নাম সময় মনি চাকমা, গ্রাম- কুকিছড়া, কাট্টলী, লংগদু, রাঙামাটি এবং সমর্থক ধন্য মনি চাকমার পিতার নাম লেংগ্যা চাকমা, গ্রাম- ধুধুকছড়া, বড় হাড়িকাবা, লংগদু, রাঙামাটি।

- ৮ জুন ২০২৪ রাতে খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার হেডমরা (হাতিমারা) এলাকায় জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বরুণ বিকাশ চাকমা (৫৫), পিতার নাম সুধীর কুমার চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে।

- ২৬ অক্টোবর ২০২৪ খাগড়াছড়ির পানছড়িতে জেএসএস (সন্তু) গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা ইউপিডিএফের এক সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে। নিহত ইউপিডিএফ সদস্যের নাম নিশান্ত চাকমা (২০), পিতা- চিক্কালা চাকমা, গ্রাম- যুবনাশ্ব পাড়া, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

- ১০ নভেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ির পানছড়িতে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে ইউপিডিএফ সংগঠক ও সাবেক পিসিপি নেতা মিটন চাকমাকে হত্যা করে। নিহত মিটন চাকমা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন (২০২০-২০২১ সেশন) এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ২০২২ সালের নভেম্বরে ইউপিডিএফে যোগ দেন। তিনি খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন উদোলবাগান গ্রামের সুশান্ত চাকমার ছেলে।

জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত হন ইউপিডিএফ সদস্য মন্টু চাকমা।

- **হত্যা চেষ্টা:**

- ১৩ জুলাই ২০২৪ রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের মাচলঙের ব্রিজ পাড়া এলাকায় জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা মন্টু চাকমা (৫৫) নামে ইউপিডিএফের এক সংগঠককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে। ভুক্তভোগী মন্টু চাকমার বাড়ি দীঘিনালার বাবুছড়া রুখচন্দ্র কার্বারীয়। তার পিতার নাম মৃত হেঙগি ধন চাকমা।

- **অপহরণ:**

- ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, সকালে রাঙামাটির সাজেক ইউনিয়নের ভারত সীমান্তবর্তী উদয়পুর এলাকা থেকে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা ৪ ব্যক্তিকে অপহরণ করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

অপহৃতরা হলেন- ১. নয়ন চাকমা ৩৫) পিতা- গান্ধি চাকমা, গ্রাম- ডিপুপাড়া, মাচলং, ২. নয়ন চাকমা (৩৮), পিতা- চোক্কো চাকমা, গ্রাম- ডিপুপাড়া, মাচলং, ৩. জয় চাকমা (৩২) পিতা- সমলেন্দু চাকমা, গ্রাম- ডিপুপাড়া, মাচলং ও ৪. রবি চাকমা, পিতা-অজ্ঞাত (তিনি দীঘিনালার বাসিন্দা)। ভুক্তভোগীরা সবাই উদয়পুর এলাকায় সীমান্ত সড়কে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন।

- ৫ আগস্ট ২০২৪ রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের কমলাক পাড়া থেকে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা মিয়াধন চাকমা (৪০), পিতা- নাগজ্যা চাকমা নামে এক গ্রামবাসীকে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। পরে শর্ত সাপেক্ষে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

- ৬ আগস্ট ২০২৪ রাঙামাটি সদরে সন্তু লারমার জেএসএস সন্ত্রাসীরা 'ছাত্র-জনতা সংগ্রাম পরিষদ' এর ব্যানারে আয়োজিত গণসমাবেশে হামলা চালিয়ে ১১ জনকে অপহরণ করে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসন প্রত্যাহার, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ফ্যাসিস্ট সরকারের অধীনে পরিচালিত সকল গণহত্যার বিচার ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে এ গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অপহরণের শিকার ব্যক্তিরা হলেন- ১. নান্টু চাকমা (২৭), পিতা-পুরোনচান চাকমা, গ্রাম-পুটিছড়ি, রাঙামাটি সদর উপজেলা, রাঙামাটি; ২. তুহিন চাকমা (২২), পিতা- বিপিন চাকমা, গ্রাম- পুটিখালী, রাঙামাটি সদর উপজেলা, রাঙামাটি; ৩. ইন্টন জ্যোতি (৩৫), পিতা অনিল কান্তি চাকমা, গ্রাম-গর্জনতুলি, নান্যাচর, রাঙামাটি; ৪. সুমন্ত চাকমা (২৮), পিতা- প্রিয় রঞ্জন চাকমা, গ্রাম- গর্জনতলী, নান্যাচর, রাঙামাটি; ৫. থুইচানু মারমা, পিতা- সাথোয়াইপ্রু মার্মা, গ্রাম- বরইতুলি, কাউখালী, রাঙামাটি; ৬. সুনেন্দু চাকমা, পিতা- প্রশান্ত চাকমা, গ্রাম- বিনয়পুর, কাউখালী, রাঙামাটি; ৭.কিরন চাকমা, পিতা- হীরা লাল চাকমা, গ্রাম- পেক্কোছড়ি, কাউখালী, রাঙামাটি; ৮. শান্তি রঞ্জন চাকমা, পিতা- মঙ্গল চাকমা, গ্রাম- পেক্কোছড়ি, কাউখালী, রাঙামাটি; ৯. লিটন চাকমা (১৮), পিতা- শান্তি বিকাশ চাকমা, গ্রাম- দোজ্যা পাড়া, কাউখালী, রাঙামাটি; ১০. পূর্ণধন চাকমা (১৭), পিতা- স্বর্ণবাঁশি চাকমা, গ্রাম- দোজ্যাপাড়া, কাউখালী, রাঙামাটি ও ১১. রুমেল চাকমা (১৬), পিতা- বৃষমনি চাকমা, গ্রাম- দোজ্যা পাড়া, কাউখালী, রাঙামাটি।

অপহরণের ৩দিন পর মুরুব্বী ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় ৯ আগস্ট অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়। তবে হামলা ও অপহরণের সাথে জড়িত জেএসএস ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনগত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

- ২৯ নভেম্বর ২০২৪ ভোররাতে রাঙামাটির বরকল উপজেলাধীন সুবলঙ ইউনয়নের চিলেকডাক গ্রাম থেকে জেএসএস সন্তু গ্রুপ কর্তৃক কার্বারিসহ ৪ গ্রামবাসীকে অপহরণের অভিযোগ যায়। অপহরণের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে অশ্বিনী কুমার চাকমা (৬৫), তিনি চিলেকডাক গ্রামের কার্বারি ও তার ছেলে নিবারণ চাকমা ওরফে নিক্সন (৪৩)। অপর দু'জনের নাম জানা যায়নি।

- ১০ নভেম্বর ২০২৪ ভোরে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে জেএসএস সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এক ইউপি সদস্যকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে বেদম মারধর করে। ভুক্তভোগী ইউপি সদস্যের নাম শান্তি রঞ্জন চাকমা (৫৫), পিতা- বীরলক্ষ চাকমা, গ্রাম- দেওয়ান পাড়া, ধুধুকছড়া, লোগাং ইউপি, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

- **হামলা:**

- ১১ মে ২০২৪ রাত সাড়ে ৯টার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তু লারমার জেএসএস সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের নামধারী (দুই নাম্বারি বলে পরিচিত) দুর্বৃত্তরা ইট, হাতুড়ি দিয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর

কেন্দ্রীয় তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রোনাল চাকমা ও রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক শামিন ত্রিপুরার ওপর হামলা চালায়। এতে তারা দু'জনই আহত হন। পিসিপির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ৭ম কাউন্সিল উপলক্ষে রোনাল চাকমা সেখানে গিয়েছিলেন।

- ১৫ মে ২০২৪ দিবাগত রাত ২টার সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পোস্টারিং করার সময় সন্তু লারমার জেএসএস সমর্থিত ছাত্র নামধারী কিছু দুর্বৃত্ত পিসিপির চবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুদর্শন চাকমার ওপর হামলার চেষ্টা চালায়।

- **হুমকি-ধমকি**

- ২০ মে ২০২৪, জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙামাটির সুবলং ইউনয়নের রূপবানের স্থানীয় দোকানদারদেরকে পরদিন মঙ্গলবার (২১ মে) থেকে তাদের দোকানগুলো বন্ধ রাখতে হুমকি প্রদান করে।

- ৪ ও ১১ অক্টোবর ২০২৪ জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র কমাণ্ডার কলিন্স চাকমা ইউপিডিএফ সংগঠক নিকোলাস চাকমাকে পর পর দু'বার মোবাইলে কল করে হত্যার হুমকি দেয়।

- **গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে বাধা প্রদান**

- ৬ আগস্ট ২০২৪ রাঙামাটি সদরে 'ছাত্র-জনতা সংগ্রাম পরিষদ' এর ব্যানারে আয়োজিত গণসমাবেশে বাধা প্রদান করে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জেএসএস'র দুর্বৃত্তরা। এ সময় সেনাবাহিনীর একটি দলও তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে। তারা শিল্পকলা একাডেমী বোট ঘাট, রাজবাড়ি সড়ক ও টিভিকেন্দ্র এলাকায় সমাবেশে অংশগ্রহণকারী লোকজনের উপর হামলা চালায়। শিল্পকলা একাডেমী বোট ঘাট ও টিভিকেন্দ্র এলাকায় জেএসএস'র দুর্বৃত্তরা এবং রাজবাড়ি সড়ক এলাকায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা উক্ত হামলা সংঘটিত করে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসন প্রত্যাহার, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ফ্যাসিস্ট সরকারের অধীনে পরিচালিত সকল গণহত্যার বিচার ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে উক্ত গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। হামলায় সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া নারী-পুরুষসহ অন্তত ৬২ জন আহত হন। এছাড়া সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা সেদিন সমাবেশে অংশগ্রহণকারী ১১ জনকে অপহরণ করে।

রাঙামাটিতে সমাবেশে অংশগ্রগহণ করতে যাওয়া লোকজনের ওপর জেএসএস ও সেনা সদস্যদর হামলায় আহতদের কয়েকজন।

- ১১ অক্টোবর ২০২৪ খাগড়াছড়ির পানছড়িতে 'সংঘাত নয়, ঐক্য চাই' শ্লোগানে ভ্রতৃঘাতি সংঘাত প্রতিরোধ কমিটির আয়োজিত 'রোডমার্চ' কর্মসূচিতে জেএসএস সন্তু গ্রুপ এবং ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী মিলে বাধা প্রদান করে। ঐদিন কর্মসূচি ভণ্ডুল করে দিতে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র কমাণ্ডার জয়দেব চাকমা স্থানীয় মুরুব্বী ও লোকজনকে মোবাইলে কল করে রোডমার্চ কর্মসূচিতে যেতে বাধা প্রদান করে। এ সময় তিনি ঠ্যাঙাড়েদের সাথে মিলে এই বাধা প্রদান করার কথা সাফ জানিয়ে দেন। তবে সকল বাধা অতিক্রম করে এলাকার জনগণ উক্ত কর্মসূচি সফল করেন।

- ১৩ জুন ২০২৪ রাঙামাটির লংগদুতে জেএসএস সন্তু গ্রুপের কালেক্টর পুরু চাকমা কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রকাশিত কল্পনা অপহরণ দিবসের লিফলেট ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

- ২৮ নভেম্বর ২০২৪ সকালে রাঙামাটি শহরে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পুনর্গঠনের দাবি জানিয়ে ছাত্র-জনতার সংগ্রাম পরিষদ নামের একটি সংগঠনে লাগানো পোস্টার ছিঁড়ে দেয় সন্তু লারমার জেএসএস সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এর আগের দিন রাঙামাটি শহরের বিভিন্ন স্থানে হাতে লেখা এসব পোস্টার লাগানো হয় বলে জানান সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সদস্য নির্মল চাকমা। পোস্টারগুলোতে আঞ্চলিক পরিষদ পুনর্গঠনের দাবি ছাড়াও পাহাড়কে ফ্যাসিস্ট মুক্তি করার দাবিও ছিল বলে জানান তিনি।

এছাড়াও 'সংঘাত ও বৈষম্য বিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলন' নামে পাহাড়ি ছাত্রদের একটি প্লাটফর্মকে আন্দোলন করতে বাধা দেয় জেএসএস সন্তু গ্রুপ। দেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পাহাড়ি শিক্ষার্থীরাও পাহাড়ে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, চুক্তি বাস্তবায়নসহ নানা দাবিতে উক্ত প্লাটফর্মটি গঠন করে আন্দোলন করার চেষ্টা করেছিল এবং কয়েকটি সমাবেশও সফলভাবে সম্পন্ন করেছিল। পরবর্তীতে জেএসএস'র বাধার কারণে তারা আর আন্দোলন করতে পারেনি।

গ. ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসী দ্বারা সংঘটিত ঘটনা

পার্বত্য চট্টগ্রামে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে খুন, গুম, অপহরণসহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪ সালে ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের দ্বারা ১১ জনকে খুন, ১৭ জনকে অপহরণ ও ৪টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলায় একজনকে হত্যার চেষ্টা, এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের এক নেত্রী আহত হন। আর সমাবেশে বাধাদানের ঘটনা ঘটেছে ১টি।

এছাড়াও বছরজুড়ে বিভিন্ন স্থানে জোরপূর্বক চাঁদাবাজি, লুটপাট, হুমকি-ধমকি ও সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে জগগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাগুলো নিম্নরূপ:

- **খুন:**

- ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ সকালে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার দুরছড়ি গ্রামে সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফের দুই সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে।
  হত্যার শিকার ইউপিডিএফ সদস্যরা হলেন- মহালছড়ি উপজেলার দাতকুপ্যা গ্রামের শান্ত চাকমা ওরফে বিমল (৫২), পিতা- মোহনী মোহন চাকমা ও দুরছড়ি গ্রামের রবি কুমার চাকমা (৬৫), পিতা- প্রিয় মোহন চাকমা। হামলায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে রহিন্তু চাকমা ওরফে টিপন (৩২) নামে আরেক ইউপিডিএফ সদস্য গুরুতর জখম হন।

মহালছড়িতে সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ সদস্য রবি কুমার চাকমা (৬৫) ও শান্ত চাকমা ওরফে বিমল (৫২)-কে গুলি করে হত্যা করে।

- ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, শনিবার রাত সাড়ে ৯টার সময় রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলীতে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে (নব্যমুখোশ) সন্ত্রাসীরা নিপন চাকমা (৩৫), নামে ইউপিডিএফের এক সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে।

- ১ জুন ২০২৪ রাতে খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলা সীমান্তবর্তী ফটিকছড়ি উপলোধীন কাঞ্চননগর ইউনিয়নের চাইল্যেচর গ্রামে সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে (নব্যমুখোশ) সন্ত্রাসীরা রেদাসে মারমা (২৫) নামে ইউপিডিএফের এক সাবেক কর্মীকে গুলি করে হত্যা করে। নিহত রেদাসে মারমা চাইল্যেচর গ্রামের বাসিন্দা মিদু মারমার ছেলে। এ সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে রেদাসে মারমার বৃদ্ধ মাও গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন।

বাঘাইছড়ির বাঘাইহাটে ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত শান্তি পরিবহনের কর্মচারি মো. নাঈম।

- ১৮ জুন ২০২৪ রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাট বাজারে বিক্ষোভরত জনতার উপর সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে (নব্যমুখোশ-সংস্কারবাদী) সন্ত্রাসীরা গুলি চালালে এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মো. নাঈম (২৬) নামে শান্তি পরিবহন বাসের এক হেলপার নিহত ও আরো অন্তত ১৩ জন আহত হন। নিহত মো. নাঈম-এর বাড়ি খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলায়। তার পিতার নাম নজরুল ইসলাম। নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা বাঘাইহাট বাজারে অবস্থান নিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলে এর বিরুদ্ধে এলাকার জনতা সেদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন।

- ২৭ জুলাই ২০২৪ ভোররাত ৪টার সময় খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় উপজেলার কবখালী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের হাঙেরিমা ছড়া গ্রামে সেনা মদদপুষ্ট নব্যমুখোশ-সংস্কারবাদী সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফের সদস্য জুনেল চাকমাকে (৩১) গুলি করে হত্যা করে। নিহত জুনেল চাকমা দীঘিনালা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের হেডম্যান পাড়ার বাসিন্দা তপ্ত কাঞ্চন চাকমার ছেলে।

- ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খাগড়াছড়িতে সুনাম চাকমা (৪০) নামে ইউপিডিএফের এক সদস্য গুপ্ত হত্যার শিকার হন। ঐদিন তিনি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পেরাছড়া ইউপির ১নং প্রকল্প গ্রামের নিজ বাড়িতে যাওয়ার পর নিখোঁজ হন। পরে ১০ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি শহরের শান্তিনগর এলাকার চেঙ্গী নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। সেনা সৃষ্ট নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা তাকে তুলে নিয়ে হত্যা করে চেঙ্গী নদীতে ভাসিয়ে দেয় বলে ধারণা করা হয়।

- ১৪ অক্টোবর ২০২৪ খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার পোমাং পাড়া এলাকায় স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরা (৪৩) নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে করে নব্যমুখোশ-সংস্কারবাদী সন্ত্রাসীরা। নিহত স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরা পোমাং পাড়ার বাসিন্দা। তার পিতার নাম বদন কুমার ত্রিপুরা।

- ৩০ অক্টোবর ২০২৪ খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার লতিবান ইউনিয়নের শান্তি রঞ্জন পাড়ায় সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্য মুখোশ বাহিনীর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফের তিন কর্মীকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। হত্যার শিকার ইউপিডিএফ কর্মীরা হলেন- ১. মন্যা চাকমা ওরফে সিজন (৫০) পিতা- মৃত নন্দ মনি চাকমা, গ্রাম- চন্দ্রনাথ পাড়া, ৬ নং ওয়ার্ড, লতিবান ইউনিয়ন, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি; ২. খরকসেন ত্রিপুরা ওরফে শাসন (৩৫) পিতা- কানচরন ত্রিপুরা, গ্রাম- ৪ নং নতুন বাগান প্রকল্প, ২ নং ওয়ার্ড, ৫ নং ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা, খাগড়াছড়ি ও ৩. পরান্টু চাকমা ওরফে জয়েন (২২), পিতা- মৃত আলো রঞ্জন চাকমা, গ্রাম- ১ নং নতুন বাগান প্রকল্প, ২ নং ওয়ার্ড, ৫ নং ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা, খাগড়াছড়ি।

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা সিজন, শাসন ও জয়েন নামে তিন ইউপিডিএফ সদস্যকে গুলি করে খুন করে।

- **অপহরণ:**

- ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ সকালে খাগড়াছড়ির পানছড়ি কলেজ গেইট এলাকা থেকে ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ দুর্বৃত্তরা সেনাবাহিনীর সামনে থেকে অস্ত্রের মুখে ৬ জনকে তুলে নিয়ে যায়।
  ভুক্তভোগীরা হলেন- ১। সবীর চাকমা (৪০) পিতা মৃত নগেন্দ্র লাল চাকমা, গ্রাম- শান্তি রঞ্জন পাড়া। তিনি টমটম চালক; ২। বজ্র চাকমা (৪৫) পিতা-ভাত্তো রাম চাকমা, গ্রাম নবীন চন্দ্র পাড়া; ৩. বৃফল চাকমা (৪৫) পিতা-বিরাজ কুমার চাকমা, গ্রাম- নবীন চন্দ্র পাড়া; ৪। বীরো কান্তি চাকমা (৪৫), পিতা মৃত বঙ্গ কান্দারা চাকমা, গ্রাম-লীলা মোহন পাড়া; ৫। সমীরণ চাকমা (৬৫), পিতা মৃত মনুরাম চাকমা ও ৬। নয়ন মুনি চাকমা (৫৫), পিতা মৃত ইন্দ্র মুনি চাকমা।
  ভুক্তভোগীদের মধ্য থেকে ৫ জনকে বিনাশর্তে ছেড়ে দিলেও সবীর চাকমার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণ নেয়া হয় বলে জানা যায়।

- ২১ জানুয়ারি ২০২৪ সকালে খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি বাজার থেকে সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা অংসালা মারমা (২৩) নামে এক যুবককে অপহরণ করে। অপহরণের শিকার অংসালা মারমা লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার পূর্ব দেবাতলী গ্রামের কংচেইঞো মারমার সন্তান। তিনি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাবেক সদস্য ছিলেন। পরে চাপের মুখে পড়ে নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে ২২ জানুয়ারি দুপুরে পরিবারের লোকজনকে ডেকে মানিকছড়ি থেকে সন্ত্রাসীরা তাকে ছেড়ে দেয়।

- ৮ এপ্রিল ২০২৪, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের প্রকল্প এলাকা থেকে সেনা মদদপুষ্ট নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে। ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম বিমল জয় ত্রিপুরা, পিতা-কসম ত্রিপুরা। পরে সন্ত্রাসীরা শারীরিক নির্যাতন করার পর বিমল জয় ত্রিপুরাকে মহালছড়ি থানায় নিয়ে পুলিশের নিকট তুলে দেয় বলে জানা যায়।

- ১৫ এপ্রিল ২০২৪) রাতে সেনা মদদপুষ্ট নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোন ছড়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মংসানু মারমা নামে এক ব্যক্তিকে অপহরণের চেষ্টা চালায়।

- ৭ জুন ২০২৪ খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা পরিণয় দেওয়ান (৪২), পিতা-সন্তোষ বিকাশ দেওয়ান নামে এক ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে জিম্মি করে মারধর ও ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ নেয়। ভুক্তভোগী পানছড়ির বড়কোনা গ্রামের বাসিন্দা।

- ১৩ জুন ২০২৪ রাঙামাটির সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাট বাজারে সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে (সংস্কার-মুখোশ) সন্ত্রাসীরা আপন চাকমা (২৫), পিতা-সুগন্ধ চাকমা নামে এক যুবককে ধরে নিয়ে জিম্মি করে মারধর করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী সাজেক ইউনিয়নের হাজাছড়া গ্রামের বাসিন্দা।

- ২৫ আগস্ট ২০২৪ দিবাগত রাতে খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলার লক্ষীছড়ি সদর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের বাইন্যাছোলা গ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে (নব্যমুখোশ) সন্ত্রাসী কর্তৃক অন্তর চাকমা (বাত্যা), পিতা-মৃত লাব্রে চাকমা নামে এক সাধারণ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। অপহরণের পরদিন দুপুরে সন্ত্রাসীরা তাকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

- ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভোররাতে খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় সেনা মদদপুষ্ট সংস্কার-মুখোশ সন্ত্রাসীরা সুজন চাকমা (৪৫) নামে এক ইউপিডিএফ সদস্যকে অপহরণ করে পুলিশের নিকট তুলে দেয়।

- গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকালে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার কাঁঠাল পাড়া এলাকা থেকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফের তিন কর্মীকে অপহরণ করে। অপহরণের শিকার ইউপিডিএফ কর্মীরা হলেন- তুফান ত্রিপুরা (৪০), সুরেশ ত্রিপুরা (৫০) ও বিকাশ ত্রিপুরা (৩৬)।
  অপহরণের পর তাদেরকে খাগড়াছড়ি সদরের তেঁতুলতলায় তাদের আস্তানায় নিয়ে যায়। পরদিন স্থানীয় মুরুব্বীদের মাধ্যমে ইউপিডিএফের কাজ না করার শর্তে অপহৃতদের ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

- গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, দুপুরে খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে মারধর করার অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগীর নাম হিমেল চাকমা (৩৪), পিতা-স্বপ্ন কুমার চাকমা, গ্রাম-বেলতুলি, বাবুছড়া ইউনিয়ন, দীঘিনালা। তিনি পেশায় মোটর সাইকেল চালক বলে স্থানীয়রা জানান। পরে তাকে দীঘিনালা সদর থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনার জন্য সংস্কারবাদী জেএসএস'র দুর্বৃত্তদের দায়ি করে এলাকাবাসী।

- **হামলা:**

- ২২ জানুয়ারি ২০২৪ খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলাধীন সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বাদলহাদ গ্রামের জুরশীল চুক মহা অরণ্য কুটিরের অধ্যক্ষ সাধন জ্যোতি ভান্তেকে লক্ষ্য করে সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীরা গুলি বর্ষণ করে। তবে গুলি লক্ষ্যভ্যষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

রাঙামাটির নান্যাচরে ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীর গুলিতে আহত পাক্কোজ্জে চাকমা ওরফে সুকেন।

- ১৪ মে ২০২৪ রাঙামাটির নান্যাচর বাজার এলাকায় সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীর গুলিতে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। আহত ব্যক্তির নাম পাক্কোজ্জে চাকমা ওরফে সুকেন (৪০), পিতা- মৃত সমরঞ্জন চাকমা, গ্রাম- নান্যাচর বাজার দক্ষিণ পাড়া, ২নং নান্যাচর ইউপি, রাঙামাটি।

- ১৮ আগস্ট ২০২৪ খাগড়াছড়ি সদরের চেঙ্গী স্কোয়ারে 'রক্তাক্ত জুলাই ২০২৪' ও 'স্বনির্ভর হত্যাকাণ্ড ২০১৮-এ নিহত আবু সাঈদ-মুগ্ধ, তপন-এল্টন-পলাশসহ ফ্যাসিস্ট হাসিনার আমলে নিহত সকল শহীদদের সম্মানে 'দমন পীড়নের বিরুদ্ধে পাহাড়ের প্রতিবাদী ছাত্র-যুব-নারী সমাজ' এর ব্যানারে এক স্মরণসভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীরা গুলতি ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে অংশগ্রহণকারী লোকজনের ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের অতর্কিত এ হামলায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিতা চাকমা চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আহত হন।

খাগড়াছড়িতে ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া গুলতিতে চোখে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আহত রিতা চাকমা।

- ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকালে রাঙামাটির সাজেক ইউনিয়নের শুকনোছড়া নামক স্থানে সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এতে হতাহতের কোন ঘটনা ঘটেনি।

- **চাঁদাবাজি:**

- খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের বিজিতলা সেনা ক্যাম্পের পাশে ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্যে চাঁদাবাজির অভিযোগ পাওয়া যায়।

- রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে হুমকি দিয়ে জেএসএস (সংস্কারবাদী) কর্তৃক মোটা অংকের চাঁদা দাবি করার অভিযোগ পাওয়া যায়। সন্ত্রাসীরা অন্তত ৩০টি গ্রামে মোটা অংকের চাঁদা ধার্য করে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন।

- ১৮ মার্চ ২০২৪ রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট বাজারে সেনাবাহিনীর প্রহরায় ঠ্যাঙাড়ে (নব্যমুখোশ) সন্ত্রাসীদের চাঁদা দাবির অভিযোগ পাওয়া যায়।ঐদিন দুপুরে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থেকে সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে ৫ জন ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীকে বাঘাইহাট বাজারে নেওয়া হয়। এ সময় সেনা সদস্যদের প্রহরায় সন্ত্রাসীরা চাঁদা দাবি করার অভিযোগ করেন বাজারের ব্যবসায়ীরা।

- **লুটপাট:**

- ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ খাগড়াছড়ির পানছড়িতে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ দুর্বৃত্তরা দীপন ত্রিপুরা (২৬) নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ছাগল ও শুকর ছানা লুট করে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। ঐদিন ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসী অমর জীবন চাকমাসহ ৪/৫ জন দুর্বৃত্ত এ কাণ্ড ঘটনায় বলে জানা যায়।

- **হুমকি-ধমকি:**

- ৮ জানুয়ারি ২০২৪ সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা ৩ নং পানছড়ি ইউনিয়নের মেম্বার মন্দিরা চাকমা, লতিবান ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার সুজাতা চাকমা ও পানছড়ি গণঅধিকার রক্ষা কমিটির সদস্য রোমেল মারমাকে ভাইবোনছড়ায় দেওয়ানপাড়াস্থ তাদের আস্তানায় ডেকে নিয়ে হুমকি দেয়, হেনস্তা করে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা দাবি করে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

- ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীরা (নব্যমুখোশ-সংস্কারবাদী) ১নং খাগড়াছড়ি সদর ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের এবং মাইসছড়ি ও ক্যায়াংঘাট ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি গ্রামের কার্বারী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের (মেম্বার) দাঁতকুপ্যায় ডেকে পাঠিয়ে হুমকি-ধমকি প্রদান করে। এর মাধ্যমে তারা এলাকাবাসীর বয়কটকৃত মাইসছড়ি বাজারে যেতে জনগণকে বাধ্য করার চেষ্টা চালায়।

- **সশস্ত্র তৎপরতা:**

- গতবছর বিভিন্ন সময়ে খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি সদর, মানিকছড়ি এবং মানিকছড়ি-ফটিকছড়ি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজি, জনগণকে হুমকি-ধমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ নানা অপতৎপরতা চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে প্রশাসন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

- ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাতে রাষ্ট্রীয় বাহিনী মদদপুষ্ট ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের একটি দল খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলাধীন সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত বাদলহাদ নামক এলাকায় সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে স্থানীয় জনগণকে হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

- ২ এপ্রিল ২০২৪ সকাল ১০টার দিকে রবিন চাকমা ও রমজান আলীর নেতৃত্বে ৮ জনের একদল সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসী মানিকছড়ি উপজেলা সদর থেকে সিএনজি (অটোরিক্সা) ও মোটর সাইকেলযোগে তিনটহরী ইউনিয়নের ভোলাছোলা পাড়ায় গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা কুমারী পাড়ায় সন্ত্রাসীরা মো. আমজাদ ও মো. মতিন নামে দুই ব্যক্তিকে মারধর করে। মুখোশ সন্ত্রাসীরা মো. আমজাদের কাছ থেকে টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

- ১ জুন ২০২৪ দিবাগত রাত ১২টার সময় খাগড়াছড়ির পানছড়ি বাজার থেকে ১৪ জনের একদল সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসী ফাতেমানগর হয়ে মরাটিলা এলাকায় প্রবেশ করে এবং পরদিন (২ জুন) দুপুরের দিকে সন্ত্রাসীরা মরাটিলা এলাকায় প্রকাশ্যে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে জনমনে ভীতি সঞ্চার করে বলে অভিযোগ রয়েছে। ঐদিন সকাল ১১টার সময় ২টি গাড়ি যোগে সেনাবাহিনীর একটি দল মরাটিলায় গেলে ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রসহ মরাটিলা এলাকায় যতিন্দ্র ত্রিপুরা (৪২), পিতা- টমি ত্রিপুরা ও তপন ত্রিপুরা (৩৫), পিতা- রবীন্দ্র ত্রিপুরা'র দোকান তল্লাশি চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

- ৭ জুন ২০২৪ দুপুরের দিকে সেনাবাহিনীর স্কটে খাগড়াছড়ি ও দীঘিনালা থেকে ৩টি মাইক্রোবাসে করে ঠ্যাঙাড়ে (জেএসএস সংস্কার-মুখোশ) সন্ত্রাসীদের ৪০-৫০ জনের একটি সশস্ত্র দল সাজেকের বাঘাইহাট বাজারে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসীরা বাঘাইহাট সেনা জোনের পাশে বাঘাইহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নিয়ে এলাকার জনসাধারণের ওপর নানা নিপীড়ন, হুমকি-ধমকিসহ নানা অপকর্ম চালায়। এত এলাকায় চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

- ১৫ নভেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনীর অভিযানকালে সেনা সৃষ্ট ঠ্যাঙাড়ে নব্যমুখোশ সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে সশস্ত্র তৎপরতার অভিযোগ পাওয়া যায়। সন্ত্রাসীরা পানছড়ি কলেজ গেইট, মির্জাবিল এলাকা, পানছড়ি মডেল স্কুল গেট এবং ভাইবোনছড়ার দেওয়ান পাড়া এলাকায় পানছড়ি-খাগড়াছড়ি সড়কে সশস্ত্রভাবে অবস্থান গাড়ি থামিয়ে সাধারণ যাত্রীদের হয়রানি করে বলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী বা প্রশাসনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

- **সমাবেশে বাধাদান:**

- ২১ নভেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পুনর্গঠনের দাবিতে ছাত্র-জনতার আয়োজিত কর্মসূচিতে সেনা মদদপুষ্ট মুখোশ বাহিনীর সন্ত্রাসী কর্তৃক বাধাপ্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায়। সেনাবাহিনীর একটি দল তাদের সহযোগিতা দেয় বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

ঘ. অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত কর্তৃক সংঘটিত ঘটনা

২০২৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের দ্বারা ১টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে এক ইউপি চেয়ারম্যান গুলিবিদ্ধ হয়ে খুনের শিকার হন। ঘটনাটি ঘটে রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলায়। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- ২১ মে ২০২৪ রাতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের গুলিতে আহত রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার ৪নং বড়থলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতোমং মারমা মারা গেছেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৩০ মে রাত সাড়ে ১১টার সময় তিনি মারা যান।

অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রাঙামাটির বিলাইছড়ির বড়থলি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতোমং মারমা।

ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ১১ টার দিকে নিজ ইউনিয়নের বড়থলি পাড়া গ্রামের একটি বাড়ির উঠোনে বসে থাকার সময় অজ্ঞাত দুই সশস্ত্র দুর্বৃত্ত তাকে গুলি করে। এতে তার বাম কাঁধে, বাম উরুতে ও বুকের ডান পাশে গুলি লেগে তিনি গুরুতর আহত হন। এরপর স্থানীয়রা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বান্দরবানের রুমা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৩০ মে দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার সময় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় পুলিশ কয়েকজন অভিযুক্তকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।

ঙ. সাম্প্রদায়িক হামলা

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার বাঙালি কর্তৃক পাহাড়িদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা নতুন কোন ঘটনা নয়। আশির দশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেটলার বাঙালি পুনর্বাসনের পর থেকে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসা সকল সরকারের আমলেই এর ধারাবাহিকতা ছিল। ১৯৯৭ সালে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হলেও তা বন্ধ হয়নি, বরং বৃদ্ধি পায়।

সাম্প্রতিককালে গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ড. ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পরবর্তীতে সেটলার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর ও রাঙামাটিতে পরপর চার দফায় পাহাড়িদের ওপর হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়। এ হামলায় ৪ জন পাহাড়ি প্রাণ হারান, শতাধিক আহত হন এবং পাহাড়িদের কয়েকশ' ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান-ঘরবাড়ি-উপসনালয়ে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়।

উক্ত ঘটনার পর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ৪ জন উপদেষ্টা খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে সফর করলেও ঘটনার কোন বিচার হয়নি। এছাড়া উক্ত ঘটনাগুলো তদন্তে চট্টগ্রাম অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করলেও এখনো তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি।

সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাগুলো হলো:

দীঘিনালায় হামলা-অগ্নিসংযোগ-হত্যা : গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভোরে খাগড়াছড়ি সদরের পাইখাইয়া পাড়া এলাকার নিউজিল্যান্ড নামক স্থানে মোটর সাইকেল চুরি করতে গিয়ে মো. মামুন নামে এক ব্যক্তি গণপিটুনির শিকার মারা যায়। তবে পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী মোটর সাইকেল চুরি করে নিয়ে আসার সময় বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সে মৃত্যু বরণ করেছে।

দীঘিনালায় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সেটলার বাঙালিরা পাহাড়িদের দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়।

উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিকাল ৪টার সময় সেটলার বাঙালিরা দীঘিনালা কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী ব্যানারে মিছিল বের করে। মিছিল নিয়ে তারা পাহাড়ি বিদ্বেষী বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে দীঘিনালা সদরের বাসস্টেশন ও লারমা স্কয়ারে এসে পাহাড়িদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় সেখানে উপস্থিত পাহাড়িরা প্রতিরোধ করলে উভয়ে মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এরপর মসজিদের মাইক থেকে 'পাহাড়িরা বাঙালিদের উপর হামলা করছে' এমন

কথা বলে বাঙালিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হলে বোয়ালখালী বাজার এলাকা থেকে শত শত বাঙালিরা সংঘবদ্ধ হয়ে এসে পাহাড়িদের দোকানপাট-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় পাহাড়িরা হামলা প্রতিরোধ করতে যাবার সময় মাইনি ব্রিজ এলাকায় সেনাবাহিনী পাহাড়িদের আটকে দেয়। ফলে সেটলাররা নির্বিঘ্নে হামলা চালিয়ে পাহাড়িদের দোকানপাট-ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

দীঘিনালা হামলায় নিহত ধন রঞ্জন চাকমা। তাকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সেনা-সেটলারদের এ পরিকল্পিত হামলায় ধন রঞ্জন চাকমা (৬৭) নামে একজন নিহত হন এবং আরো অন্তত ১০ জন আহত হন। ধন রঞ্জন চাকমাকে সেনাবাহিনী সদস্যরা অমানুষিক নির্যাতন ও বন্দুকের বাট ও বেয়নেট দিয়ে রাঘাত করে গুরুতর জখম করে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নিহত ধন রঞ্জন চাকমার বাড়ি দীঘিনালার উদোলবাগান গ্রামে। তার পিতার নাম কান্দারা চাকমা।

এছাড়া সেটলারদের হামলায় লেলিন চাকমা নামে একজন গুরুতর আহতসহ অন্তত ১০ জন পাহাড়ি আহত হন।

সেটলারদের লাগিয়ে দেওয়া আগুনে ১৯০টি দোকান পুড়ে যায়। এর মধ্যে পাহাড়িদের ১৫৯টি এবং মুসলিম ও হিন্দু দোকান ৩১টি (যেগুলো পাহাড়িদের দোকানের সাথে লাগোয়া ছিল)।

দীঘিনালায় সেটলারদের হামলায় গুরুতর আহত হন লেলিন চাকমা।

উল্লেখ্য, দীঘিনালায় হামলার ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর বিকালে সেটলারা বাঙালিরা খাগড়াছড়ি সদরের মধুপুর-পানখাইয়া পাড়া এলাকায়ও হামলার চেষ্টা করে। তবে স্থানীয়দের শক্ত প্রতিরোধের কারণে তারা সেখানে হামলা চালাতে পারেনি।

আরো উল্লেখ্য যে, খাগড়াছড়ি সদরে মো. মামুনকে হত্যার ঘটনাটিকে পাহাড়িদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সেটলাররা হামলা চালালেও নিহত মামুনের স্ত্রী মুক্তা আক্তার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাতে খাগড়াছড়ি সদর থানায় দায়েরকৃত মামলায় মূল আসামি হিসেবে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার শাবলবন (শাপলার মোড়) এলাকার মো. শাকিল (২৭), পানখাইয়া পাড়ার রফিকুল আলম (৫৫) ও দিদারুল আলম (৫০) নামে তিন জনের নাম উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি ১০-১২ জন 'পাহাড়ি বাঙালিকে' অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে মামলার এজাহারে উল্লেখ করেন।

খাগড়াছড়ি সদরে বিক্ষোভরত ছাত্র-জনতার ওপর সেনাবাহিনীর হামলা, গুলি করে হত্যা: দীঘিনালা হামলার প্রতিবাদে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাতে খাগড়াছড়ি সদরের নারাঙহিয়া, উপালি পাড়া ও জেলা পরিষদ-স্বনির্ভর এলাকাসহ খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়কে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে পড়ে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়ক অবরোধ করে দীঘিনালা হামলার প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এ সময় রাত ১১ টা থেকে ১২টার মধ্যে সেনাবাহিনীর একটি দল খাগড়াছড়ি সদরের নারাঙহিয়া, উপালি পাড়া ও জেলপরিষদ-স্বনির্ভর এলাকায় বিক্ষোভরত ছাত্র-জনতার ওপর হামলা চালায় এবং নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে জেলা পরিষদ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পানছড়ি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করা ছাত্র জুনান চাকমা (২২), ও রাজমিস্ত্রী রুবেল ত্রিপুরা (২৪) নিহত হন। এছাড়া ২১ জন আহত হন। আহতদের অধিকাংশই ছিলেন গুলিবিদ্ধ।

খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর এলাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত জুনান চাকমা (বামে) ও রুবেল ত্রিপুরা (ডানে)।

নিহত জুনান চাকমার বাড়ি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পেরাছড়া ইউনিয়নের যুবরাজ কার্বারি পাড়ায়। তার পিতার নাম রুপায়ন চাকমা। আর রুবেল ত্রিপুরার বাড়ি একই উপজেলা ও ইউনিয়নের পল্টন জয় পাড়ায়। তার পিতার নাম গর্জশ মনি ত্রিপরা।

খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর এলাকায় সেনাবাহিণীর গুলিতে আহত কয়েকজন।

রাঙামাটিতে হামলা : দীঘিনালা ও খাগড়াছড়ি সদরে সেনা-সেটলার কর্তৃক সংঘটিত হামলা ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল ১০টার সময় রাঙামাটি শহরে 'সংঘাত ও বৈষম্য বিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলন' এর বিক্ষোভ মিছিল চলাকালে বনরূপা এলাকায় সেটলার বাঙালিরা মিছিলকারীদের ওপর ইট নিক্ষেপ করলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। এক পর্যায়ে পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা হামলা প্রতিরোধ করতে গেলে মসজিদের মাইক থেকে 'পাহাড়িরা মসজিদে হামলা করছে' এমন কথা বলা হলে বাঙালিরা সংঘবদ্ধ হয়ে পাহাড়িদের ওপর হামলা চালায়। তারা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন ও পাহাড়িদের ঘরবাড়ি ও বৌদ্ধ বিহারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় আঞ্চলিক পরিষদেও হামলা চালায় সেটলাররা। তারা আঞ্চলিক পরিষদের গ্যারেজে রাখা ৯টি গাড়ি ও ১টি মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া পাহাড়ি সাংবাদিকদের কয়েকটি গাড়িও তারা ভেঙে চুরমার করে দেয়।

রাঙামাটি শহরে সেটলারদের হামলার চিত্র। সেটলাররা অনিক চাকমা নামে এক পাহাড়ি শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে।

হামলায় একজন পাহাড়ি ছাত্র নিহত ও আরো অন্তত ৬৯ জন পাহাড়ি আহত হন। হামলাকারী সেটলার বাঙালিরা অনিক কুমার চাকমা(১৭) নামে কাপ্তাইয়ের কর্ণফুলি কলেজের এক ছাত্রকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করে, যার ভিডিও চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রকাশিত হয়। নিহত অনিকের বাড়ি রাঙামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের নোয়াদাম গ্রামে। তার পিতার নাম আদর সেন চাকমা।

এছাড়া হামলা প্রতিরোধ করার সময় বাঙালিদের মধ্যেও অনেকে আহত হন বলে জানা গেছে।

সেটলাররা কাঠালতলীতে অবস্থিত মৈত্রী বিহার ও তবলছড়িস্থ আনন্দ বিহারে হামলা চালায়। তারা মৈত্রী বিহারের গেইট ভেঙে বৌদ্ধ বিহারের ভেতরে প্রবেশ করে পবিত্র বুদ্ধমূর্তি ভাঙচুর, পবিত্র ত্রিপিটক গ্রন্থ ছিঁড়ে ফেলে, আসবাবপত্র, জানালার গ্লাস ও অন্যান্য সম্পত্তি ভাঙচুর করে। বিহারের দানবক্স লুট করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে রাঙামাটি শহরের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ মন্দির আনন্দ বিহারে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে বিহারের গ্লাস ভেঙে দেয় এবং পবিত্র বুদ্ধমূর্তিকে আঘাত করে।

রাঙামাটিতে সেটলারদের হামলায় আহতদের মধ্যে কয়েকজন।

জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী উক্ত সহিংস হামলায় ৮৯টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয়। অন্যদিকে ২টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৮টি ব্যাংক, ১৮টি বসতঘর অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর, ৮৫টি অস্থায়ী ভাসমান দোকান, ২টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ২টি ট্রাফিক পুলিশ বক্স ও ৪৬টি যানবাহন ভাঙচুর করা হয়েছে। এতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ৯ কোটি ২২ লাখ টাকা বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। (সূত্র: প্রথম আলো)

উক্ত তিন স্থানে সহিংস হামলার ঘটনার পর ২১ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চার উপদেষ্টা এ. এফ. হাসান আরিফ, লে. জে. (অব:) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও সুপ্রদীপ চাকমা রাঙামাটি ও নাহিদ ইসলাম দীঘিনালায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ঘটনা তদন্তে সরকার ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, তবে ইউপিডিএফ ও ক্ষতিগ্রস্তরা এ কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ও অংশগ্রহণে তদন্তের দাবি জানায়।

খাগড়াছড়িতে গণপিটুনিতে ধর্ষক শিক্ষকের মৃত্যু, পাহাড়িদের ওপর সেটলারদের হামলা : গত ১ অক্টোবর ২০২৪ খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক (সিভিল কন্সট্রাকশন অ্যান্ড সেফটি বিভাগের ইন্সট্রাক্টর) আবুল হাসনাত মুহাম্মদ সোহেল রানা কর্তৃক ৭ম শ্রেণীর এক পাহাড়ি (ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের) শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের পিটুনিতে আহত হয়ে পরে ওই শিক্ষকের মৃত্যু ঘটে। এরপর তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সেটলার বাঙালিরা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, উপজেলা পরিষদ এলাকা, শহরের মহাজন পাড়া ও পানখাইয়া পাড়ায় পাহাড়িদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর-লুটপাট ও অগ্নিসংযাগ করে। এতে অন্তত ৬ জন পাহাড়ি আহত হন। হামলাকারীরা পাহাড়িদের অন্তত ৩০টি ও বাঙালি-হিন্দুদের ৭টি দোকান-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর-লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে মালপত্র পুড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধমূর্তি ও চীবর বিক্রির দোকান, যেখানে বিক্রির জন্য রাখা বুদ্ধমূর্তি ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেয়া হয়। হামলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বসাকুল্যে এ হামলায় আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৩ কোটি টাকারও বেশি।

খাগড়াছড়ি শহরে ১ অক্টোবর ২০২৪ সেটলাদের হামলার চিত্র।

টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ছাত্রী ধর্ষণকারী শিক্ষকের গণপিটুনিতে নিহতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐদিন সেটলার বাঙালিরা খাগড়াছড়ি শহরের টেকনিক্যাল স্কুল-এন্ড কলেজ-উপজেলা পরিষদ এলাকা, মহাজন পাড়া ও পানখিয়া পাড়া এলাকায় পাহাড়িদের ওপর হামলা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান-হাসপাতাল-ঘরবাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও ল্যাটপাট চালায়। এতে গুরুতর ২ জন সহ অন্তত ৬ জন আহত হয়। ক্ষয়-ক্ষতি হয় ১৩ কোটি টাকারও বেশি।

চ. সেটলার বাঙালি কর্তৃক সংঘটিত নানা সহিংস ঘটনা

পার্বত্য চট্টগ্রামে আশির দশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত সেটলার বাঙালিরা পাহাড়িদের ওপর নানা সহিংসতামূলক ঘটনা সংঘটিত করে থাকে। ২০২৪ সালে তাদের দ্বারা এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে ১ জনকে হত্যা, ১ জনকে আহত করা, ১ জনকে মারধর, পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও গ্রাফিতি অঙ্কনে বাধা দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বান্যাছোলা এলাকায় বাঘা রফিক নামে এক সেটলার নিখোঁজ হওয়ার গুজব ছড়িয়ে সেটলার বাঙলিরা সাম্প্রদায়িক উস্কানির চেষ্টা চালায়। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন ছাড়াই লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পিসি বেলাল দলবদ্ধভাবে সেটলারদের নিয়ে বাইন্যাছোলা গ্রামে গিয়ে বাঘা রফিককে বের করে না দিলে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি প্রদান করে। তার সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথাবার্তায় সেখানে পাহাড়িদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। তবে পরদিন (১৫ জানুয়ারি) সকালে কথিত সেই নিখোঁজ থাকা বাঘা রফিককে মানিকছড়ি উপজেলাধীন ভোলাছোলা এলাকায় সুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায় বলে জানা যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেনাবাহিনী ঠ্যাঙাড়েদের দিয়ে বাঘা রফিককে নিখোঁজ নাটক সাজিয়ে এলাকায় শান্তি বিনষ্টের চেষ্টা করেছিল।

- ১৪ মার্চ ২০২৪ বিকালে রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার বগাছড়িতে সেটলার বাঙালিদের একটি দল কর্তৃক জিকন চাকমা (২৫) নামে এক পাহাড়ি যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ পাওয়া যায়। নিহত জিকন চাকমার পিতার নাম নিরঞ্জন চাকমা। তার বাড়ি ২নং নান্যাচর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের ব্যাঙমারা হলা গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালক বলে স্থানীয়রা জানান।

নান্যাচরের বগাছড়িতে সেটলার বাঙালি কর্তৃক খুন হওয়া জিকন চাকমা (২৫)।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঘটনার দিন সরিদাশ পাড়া যুব স্পোটিং ক্লাবের আয়োজিত ফুটবল খেলা দেখার পর জিকন চাকমা নিজের ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। বিকাল সাড়ে ৪টার সময় তিনি বগাছড়ি জামে মসজিদ এলাকায় পৌঁছলে সেখান আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা মো. আলমগীর (২৮) পিতা মোশারেফ, সাং- বগাছড়ি; মো. হোইদুল ড্রাইভার (২৫), পিতা- মৃত শহিদ, সাং- বগাছড়ি; মো. কবির, পিতা- রশিদ, সাং-বগাছড়ি, মো.রমজান (২২). পিতা- মো. রব, সাং বগাছড়ি; মো. ইব্রাহীম (৫২), পিতা- মৃত মো. ইসমাইল, সাং- ঘিলাছড়ি বাজার ও মো. সুরুজ জামাল (৪২), পিতা- মৃত মো. রুফিকুল ইসলাম, সাং- ঘিলাছড়ি বাজার জিকনের মোটর সাইকেল গতিরোধ করেন।

এক পর্যায়ে উক্ত সেটলার বাঙালিরা চেড়াই করা কাঠ দিয়ে জিকনকে আঘাত করতে থাকে। পরে মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য বগলের নিচে দেশীয় তৈরি ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করলে জিকন চাকমা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় সেটলাররা জিকন চাকমার কাছে থাকা দশ হাজার টাকা লুটে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন মুমূর্ষু অবস্থায় জিকন চাকমাকে নান্যাচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক রাঙামাটি সদর জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন। কিন্তু রাঙামাটিতে নেয়ার পথে জিকন চাকমার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি।

- ১২ এপ্রিল ২০২৪ বিকাল বিকালে বৈসু উৎসব উপলক্ষে খাগড়াছড়ির নুনছড়ি দেবতাপুকুরে আয়োজিত তীর্থ মেলায় অংশগ্রহণ শেষে বাড়ি ফেরার পথে মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদরের হর্টিকালচার এলাকায় সেটলার দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া পাথর নিক্ষেপে একজন ত্রিপুরা কিশোরী আহত হয়। ভুক্তভোগী কিশোরীর নাম বেলীকা ত্রিপুরা (১২)। সে মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ৫নং বেলছড়ি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড চৌংড়াকাপা গ্রামে বাবুরাম ত্রিপুরা মেয়ে।

মাটিরাঙ্গায় সেটলারদের ছোঁড়া পাথরের আঘাতে আহত বেলীকা ত্রিপুরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের বৃহৎ সামাজিক উৎসব বৈ-সা-বি বা ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বৈসু উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় ঐদিনও নুনছড়ির দেবতা পুকুরে তীর্থ মেলার আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা জাতিসত্তার লোকজন সেখানে গিয়ে পুজা পার্বন দিয়ে থাকেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও মেলা দেখাতে সেখানে যান। দেবতা পুকুরে আয়োজিত উক্ত মেলায় অংশগ্রহণ করার পর বেলীকা ত্রিপুরাসহ গ্রামের অন্যান্য লোকজন একটি ট্রাক গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। তারা মাটিরাঙ্গায় হার্টিকালচার এলাকায় পৌঁছলে সেখানে অবস্থানরত কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল সেটলার বাঙালি পানি ছিটানোর নাম করে পানির সাথে পাথর নিক্ষেপ করে। এতে বেলীকা ত্রিপুরা মাথায় ও মুখে আঘাত প্রাপ্ত হয়। পরে গাড়ীতে থাকা বাকী লোকজন বেলী ত্রিপুরাকে আহত অবস্থায় মাটিরাঙ্গা উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার ঠোঁটে বেশ কয়েকটি সেলাই দিতে হয়েছে বলে তারা জানান। তবে এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি।

- ১৩ আগস্ট ২০২৪ রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে শিক্ষার্থীদের গ্রাফিতি আঁকতে বাধা দেয় সেটলার বাঙালিরা। শিক্ষার্থীরা প্রথমে গ্রাফিতি আঁকার জন্য কাচলং সরকারি কলেজ মাঠে জড়ো হন। এরপর তারা গ্রাফিতি আঁকা শুরু করলে সেটলার বাঙালিরা এসে তাদের বাধা দেয়। পরে শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে সরে গিয়ে কাচলং ব্রিজে গ্রাফিতি আঁকতে গেলে সেখানেও সেটলাররা গিয়ে বাধা প্রদান করে। এতে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাধাদানকারীদের মধ্যে মহিউদ্দিন, খোরশেদ, নুরুল ইসলামকে চিনতে পেরেছেন বলে জানান শিক্ষার্থীরা। তবে রহমত উল্লাহ খাজা নামে একজনের নেতৃত্বে এই বাধাদানের ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয় একটি সূত্র জানায়।

- ২৬ আগস্ট ২০২৪ রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নের বটতলী গ্রামের বাসিন্দা পুলু মারমা (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে একদল সেটলার বাঙালি মারধর করার অভিযোগ পাওয়া যায়। মারধরের শিকার হওয়া পুলু মারমার পিতার নাম রাংহ্লা অং মারমা। তার বাড়ি কলমপতি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বটতলী গ্রামে।
  জানা যায়, ঘটনার দিন কাউখালীতে সাপ্তাহিক হাটবাজার দিন সকাল আনুমানিক ৮টার সময় পুলু মারমা বাজারে গিয়ে সওদা করে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা একদল সেটলার বাঙালি (তারা বিএনপি সমর্থিত বলে জানা যায়) পুলু মারমাকে পথরোধ করে রশি দিয়ে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে। পুলু মারমাকে মারধরের ঘটনায় মো. রমজান ও রিদয়ানের নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জন লোক জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

- ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের ওপর একদল সেটলার বাঙালি হামলা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে সেটলারদের হামলায় আহত ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী স্বাগতম চাকমা।

জানা যায়, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সেটলার বাঙালি শিক্ষার্থীরা বেশ কিছুদিন ধরে পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের নানাভাবে হেনস্তা করে আসছে। ঘটনার দিন বিকাল সাড়ে ৩টার সময় ক্লাস-পরীক্ষা শেষে পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা বাড়ি যাওয়ার জন্য বের হলে প্রতিষ্ঠানের মূল গেটের বাইরে অবস্থানরত কয়েকজন সেটলার শিক্ষার্থী পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের ডেকে আবারো হেনস্তা করতে থাকলে পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা তাতে প্রতিবাদ জানায়। এতে উভয়ের মধ্যে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে সেটলার শিক্ষার্থীরা আরো কয়েকজন সেটলারকে তাদের সাথে যুক্ত করে ১০-১৫ জন মিলে রামদা, ছুরি, লাঠিসোটা দিয়ে পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় ও ধাওয়া করে। হামলায় স্বাগতম চাকমা নামে ৮ম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন পাহাড়ি শিক্ষার্থী আহত হন বলে জানা গেছে।

ছ. ভূমি বেদখল

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার বাঙালি ও বিভিন্ন ভূমিদস্যু কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি বেদখল একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তাদের এ ভূমি জবরদখল কাজে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও প্রশাসন সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। ফলে ভূমি বেদখলকারী সেটলারদের কোন বিচার ও শাস্তি হয় না। সেটলারদের ছাড়াও বিভিন্ন ভূমি দস্যু ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী দ্বারাও ভূমি বেদখলের ঘটনা ঘটে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে।

২০২৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্তত ৯টি স্থানে ভূমি বেদখল চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সেটলার বাঙালি কর্তৃক ৪টি, সেনাবাহিনী কর্তৃক ১টি ও ভূমিদস্যু ও একটি বেসরকারি কোম্পানি দ্বারা ৪টি ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বান্দরবানের লামায় একটি ত্রিপুরা পাড়ায় ভূমিদস্যুদের পোষ্য দুর্বত্তরা অগ্নিসংযোগ করলে ১৭টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়। এছাড়া রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় নাম পরিবর্তন করে মুসলিম নামকরণ করে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়।

ভূমি বেদখলের ঘটনাগুলো হলো:

- ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলা সদরে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেটলার বাঙালিরা হিমায়ন চাকমা নামে এক পাহাড়ির জমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। জমি বেদখল চেষ্টার সাথে জড়িতদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলো- মোঃ সিরাজ (৩২), ২. মো. সোহেল (৩০), ৩. মিঠুন (২৭) ৪. মোঃ ফয়সাল (২৯)। মূলত ডিজিএফআই এর রবিউল ও স্থানীয় যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বরত কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন মোশাররফ-এর মদদে সেটলাররা এ জমি বেদখলের চেষ্টা চালায় বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন।

রাঙামাটির জুরাছড়িতে সেটলার কর্তৃক ভূমি বেদখলে বাধা দিতে যাওয়া লোকজনকে হুমকি দিচ্ছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। ছবি: সংগৃহিত

উক্ত জমি বেদখলে বাধা প্রদান করতে গেলে সেনারা এক জনপ্রতিনিধিসহ ৫ জন পাহাড়িকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন- ১.পল্লব দেওয়ান, জুরাছড়ি সদর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড মেম্বার, ২. সজীব চাকমা, ৩.অনুপম চাকমা, ৪.মিন্টু চাকমা ও ৫.রন্টু চাকমা।

- ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের রেংয়েন ম্রো কার্বারি পাড়ায় এলাকায় ভূমিদস্যু লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ'র দুর্বৃত্তরা স্থানীয় ম্রো-ত্রিপুরাদের ৪০০ একর জমি বেদখলের উদ্দেশ্যে জঙ্গল কেটে সাফ করে। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কাছে প্রতিবাদ জানানো হলেও ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন পাড়ার কার্বারি রেংয়েন ম্রো।

ম্রো পাড়াবাসীদের ভোগদখলীয় জমিতে জঙ্গল সাফ করছে রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের নিয়োজিত শ্রমিকরা।

রাবার কোম্পানির দুর্বৃত্তরা ম্রো পাড়াবাসীদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলে এবং চলে না গেলে তাদের বাড়িঘরে আগুন দেয়ার হুমকি দেয়।

এছাড়া দুর্বৃত্তরা রেংয়েন ম্রো কার্বারি পাড়ায় অবস্থিত অশোক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ উ চাইন্দিমা ভিক্ষুকে হেনস্তা করে। তারা ভিক্ষুর পরিহিত রংবস্ত্র ধরে টেনেহিঁচড়ে বিহার থেকে নামানোর চেষ্টা করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা এক পাড়াবাসীকেও মারধর করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত ২০২২ সালে ৯ এপ্রিল থেকে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ সরই ইউনিয়নের রেংয়েন ম্রো, পাড়া, লাংকম ম্রো পাড়া ও জয়চন্দ্র ত্রিপুরা পাড়ায় বসবাসকারী ম্রো-ত্রিপুরাদের ৪০০ একর জুম ভূমি বেদখলের প্রচেষ্টা শুরু করে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

- ১ মার্চ ২০২৪ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের ২৫৬ নং মৌজার অন্তর্গত গামাঢ়িঢালায় নিরুপম চাকমা (যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি)-এর রেকর্ডিয় জায়গা পরিষ্কার করতে গেলে সেটলার বাঙালিরা বাধা প্রদান করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তার জায়গার পরিমান ৩ একর ২৪ শতক, যার খতিয়ান নং-জ.৫, ওয়ারিশ পরিবর্তন ১৭/০৭/২০০০ সাল।

বাধা প্রদানকারী সেটলাররা হলেন- মো. মঈনুল (৩২), পিতা-মৃত মোজাম্মেল হক-এর নেতৃত্বে মো. আব্দুল সামাদ (৪০), পিতা-সমশেদ আলী বিশ্বাস; মো.কামাল (৫০), পিতা- অজ্ঞাত ও মো. আমিনুল (৬০), পিতা- অজ্ঞাত।

- রাঙামাটির জুরাছড়ি-বিলাইছড়ি সীমান্তবর্তী এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর ২৬ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক গাছবাগান পাড়া ও থুম পাড়া নামের দুটি পাহাড়ি গ্রাম থেকে গ্রামবাসীদের উচ্ছেদের

পাঁয়তারা চালানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। গত ৯ মার্চ ২০২৪ চাইচল সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার (সুবেদার) প্রিয় রঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল গাড়িযোগে গাছবাগান পাড়া গ্রামে উপস্থিত হয়ে গাছবাগান পাড়া ও থুম পাড়া গ্রামবাসীদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে ডেকে একটি সভা করে। এসময় সুবেদার প্রিয় রঞ্জন চাকমা গাছবাগান পাড়া গ্রামের ১২ পরিবারকে অচিরেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি গাছবাগান পাড়া ও থুম পাড়ার মধ্যবর্তী পিলার চুগ ও লাঙেল টিলাতে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করার কথা জানান এবং সেখানে ও আশেপাশের এলাকায় জুম কাটা ও কাটা জুমগুলোতে আগুন দেওয়া যাবে না বলেও নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর ১১ মার্চ সেনাবাহিনী এক্সকেভেটর দিয়ে পিলার চুগ ও লাঙেল টিলায় মাটি কাটা শুরু করে এবং বুদ্ধলীলা চাকমার কাটা জুম ধুলিসাৎ করে দেয় বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এর পূর্বে গত ৬ মার্চ সেনাবাহিনী বীরসেন তঞ্চঙ্গ্যার কাটা জুম এক্সকেভেটর দিয়ে ধ্বংস করে দেয় বলে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা। পরবর্তীতে ১২ মার্চ সেনারা গাছবান পাড়ার কার্বারি থুদো চাকমার কাছ থেকে জুমের তালিকা চেয়ে আবারো পাড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন।

-গত ২৮ এপ্রিল ২০২৪ রাঙামাটির লংগদু উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ভেইবোনছড়া গ্রামে সেটলার বাঙালি কর্তৃক স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী রাণী চাকমার (স্বামীর নাম বিজয় রঞ্জন চাকমা) রেকর্ডিয় জমি বেদখল চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়। ভূমি বেদখল চেষ্টাকারীরা হলেন- মো.এমদাদুল হক (৬৫), পিতা- অজ্ঞাত; মো: ফরহান (৩৫), পিতা- আব্দুল খালেক ও ৩.মো: জিন্দা মোহাম্মদ আলী (৩৫) পিতা- অজ্ঞাত। তারা লক্ষ্মী রাণী চাকমার রেকর্ডিয় জমিতে ঘর নির্মাণ করে এ বেদখলের চেষ্টা চালায়। এদিকে উক্ত ভূমি বেদখল চেষ্টার প্রতিবাদে লংগদু ভূমি রক্ষঅ কমিটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

- খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার ২১৭ নং জারুলছড়ি মৌজার হেডম্যানের স্বাক্ষরসহ প্রত্যয়নপত্র জাল করে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের নামে ১৭০০ একর ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা চালানোর অভিযোগ পাওয়া যায় CDTO-CRCCII-CCECC-ERECBL CONSORTIUM নামের একটি বেসরকারি কোম্পনির বিরুদ্ধে।
প্রকল্পের উদ্যোক্তারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় মৌজা হেডম্যানের ভূয়া স্বাক্ষর দিয়ে একটি জাল প্রত্যয়নপত্র তৈরী করে, যা প্রতারণামূলকভাবে বিভিন্ন দপ্তরে তারা ব্যবহার করে।
উক্ত ভূমিতে ২০০ মেঘাওয়াট (এসি) গ্রীড টাইড সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্থাপনের লক্ষে সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগে একটি প্রস্তাব দাখিল করে। প্রকল্পটির জন্য উক্ত জায়গা বরাদ্দ দিতে লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশও প্রেরণ করে।
তবে উক্ত প্রকল্পটি বাতিল করার জন্য হেডম্যান মংসাইগ্য চৌধুরীসহ লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি জানানো হয় এবং স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানায়। ফলে প্রকল্পটি এখনো বাস্তবায়ন করা না গেলেও এটি বাতিলের খবর পাওয়া যায়নি।

- বান্দরবানের লামা উপজেলায় নতুনভাবে মিরিঞ্জা পাহাড়ে গড়ে উঠা পর্যটন কেন্দ্র এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা ম্রো সম্প্রদায়ের জায়গা জবর দখল অপচেষ্টা ও সহজ সরল ম্রো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জনকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে লামা পৌরসভার বাসিন্দা দুলাল মিয়া ও ফারুক গংদের বিরুদ্ধে।

লামায় মিরিঞ্জা পর্যটন কেন্দ্র এলাকায় বসবাসরত অসহায় পাহাড়িরা।

ভুক্তভোগী অভিযোগ করে বলেন, দুলাল মিয়া ও ফারুক গং আমাদের ভোগদখলীয় জায়গা জবরদখলের চেষ্টা ও মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাদেরকে হয়রানি করছে। আইন আদালতের ভয় দেখিয়ে এই জায়গা ছেড়ে দিতে বলেছে। আমাদের

নিয়মিত বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি পাহাড়িদের জমি দখল অপচেষ্টা বন্ধ হোক।

স্থানীয়রা জানান, মিরিঞ্জ এলাকায় নতুন করে গড়ে উঠা রিসোর্টের জন্য জমির দাম বৃদ্ধি হওয়ায় জায়গা জমি দখল বেদখলের ঘটনা বেড়েছে। পাশের ম্রো পাড়ার লোকজন উচ্ছেদ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। পাহাড়ি সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে পাহাড়িদের জমি জবর দখলকারীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিান তারা। (সূত্রঃ দ্যা ডেইলি মেসেঞ্জার (২১ ডিসেম্বর ২০২৪)

- ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ডিপি পাড়া এলাকায় সেটলার বাঙালি কর্তৃক অংগ্যজাই মারমা নামে এক পাহাড়ির রেকর্ডিয় ৪০ শতক পরিমাণ জায়গা বেদখলের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মো. আব্দুল হাসান (৫০) ও মো. আরমানের নেতৃত্বে কয়েকজন সেটলার গিয়ে জায়গাটি বেদখলের চেষ্টা চালালে পরে খবর পেয়ে জায়গার মালিক অংগ্যজাই মারমা কয়েকজন গ্রামবাসীকে সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে সেটলারদের বাধা দেন।
এরপর মহালছড়ি সেনা জোন কমাণ্ডার লে. কর্ণেল শারিয়ার সাফকাত ভূঁইয়া ও মহালছড়ি থানা থেকে পুলিশের প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জায়গার মালিক ও সেটলারদের মহালছড়ি থানায় নিয়ে যায় এবং জোন কমাণ্ডার জায়গার মালিককে লিখিত শর্ত সাপেক্ষে বিষয়টি মীমাংসা করতে নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে।

- **২৪ ডিসেম্বর ২০২৪** খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বড়দিনের উৎসবের মধ্যরাতে বান্দরবানে লামা উপজেলায় সরই ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের তংঙঝিরি এলাকার পূর্ব বেতছড়া পাড়ায় ভূমিদস্যুদের লেলিয়ে দেয়া দুষ্কৃতকারিরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ১৭টি ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। ঘটনার সময় পাড়াবাসীরা সবাই বড়দিনের উৎসবে অংশ নিতে পাশের পাড়ায় গিয়েছিলেন।

লামায় পূর্ব বেতছড়া পাড়ায় ভূমিদস্যুদের পোষ্য দুষ্কৃতিকারীদের লাগিয়ে দেওয়া পুড়ে ছাই হয়ে যায় ত্রিপুরাদের ১৭টি বসতঘর।

ক্ষতিগ্রস্ত পাড়াবাসীরা জানান, তিন-চার বছর আগে একদল লোক এসে তাদের ভোগদখলীয় ভূমি পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের স্ত্রীর নামে ইজারা নেওয়া হয়েছে জানিয়ে পাড়ার বাসিন্দাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করে। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দখলদাররা পালিয়ে গেলে ওই পাড়ার বাসিন্দারা আবার সেখানে এসে ঘর তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। এরপর থেকে দখলদাররা আবারও উৎপাত শুরু করে। পাড়ার বাসিন্দাদের হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। পাড়াবাসীদের বিতাড়িত করে জমি দখলের জন্য তারাই আগুন দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পাড়ার কয়েকজন বাসিন্দা।

উক্ত ঘটনায় ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্ট সুপ্রদীপ চাকমা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন। ইতোমধ্যে ঘটনায় জড়িত ৪ জনকে গ্রেফতার করার খবর পাওয়া গেলেও মূল ভূমিদস্যুরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্মাণাধীন সীমান্ত সড়কের আশেপাশে সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃক বহু জায়গায় স্থানীয় নাম পরিবর্তন করে মুসলিম নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড টাঙানো হয়। যাতে জনমনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

যেসব স্থানে স্থানীয় নাম পরিবর্তন করে মুসলিম নামে সাইনবোর্ড লাগানো হয় সেগুলো হলো-বাঘাইছড়ির সার্বোতলী এলাকার ভিজে হিজিং নামক স্থানের জায়গায় 'শাহীন টিলা', সাজেক এলাকার কিংকরপাড়া স্থানের জায়গায় 'মাহমুদ টিলা', সাজেক এলাকার দুরবাছড়া স্থানের জায়গায় 'এনামুল টিলা', সাজেক এলাকার বটতলা নামক স্থানের জায়গায় 'সজীব টিলা', সাজেক এলাকার কিংকরপাড়ার স্থানে আরো একটি 'শামীম টিলা', সাজেক এলাকার ভুইয়োছড়া নামক স্থানের জায়গায় 'সাইদুর টিলা', সাজেক এলাকার কিংকরপাড়ায় আরো একটি 'ইসমাইল টিলা (বিওপি পোস্ট)', সাজেক এলাকার ভুইয়োছড়া নামক জায়গায় আরো একটি 'আল-আমিন টিলা' ইত্যাদি নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড টাঙানো হয়।

এসব সাইনবোর্ডগুলোর মধ্যে কোনটিতে 'বিওপি পোস্ট', কোনটিতে 'টহল বিশ্রামাগার', কোনটিতে 'সীমান্ত পর্যবেক্ষণ চৌকি' কোনটিতে 'বিজিবি অস্থায়ী ক্যাম্প' ইত্যাদি লেখা রয়েছে।

আর সাইবোর্ডে এসব স্থানকে "সংরক্ষিত এলাকা' উল্লেখ করে সকল প্রকার স্থাপনা তৈরি, মাটিকাটা, দখল এবং চলাচল নিষেধ" বলে লিখে দেওয়া হয়।

রাঙামাটির সাজেকে নির্মাণাধীন সীমান্ত সড়কের আশে-পাশে স্থানীয় নামের পরিবর্তন করে মুসলিম নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড লাগায় সেনাবাহিনী ও বিজিবি।

জ. নারী নির্যাতন

২০২৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৮ জন নারী ও শিশু যৌন সহিংসতা-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৩ জন, ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছেন ৪ জন ও অপহরণের শিকার হয়েছেন ১ জন। ঘটনার শিকার নারী-শিশুদের মধ্যে সেটলার বাঙালি কর্তৃক ৭ জন ও জেএসএস সন্তু গ্রুপের দুর্বৃত্ত কর্তৃক একজনকে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। নীচে ঘটনাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো:

- ১০ জানুয়ারি ২০২৪ খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি বি কে উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী লাফি ত্রিপুরাকে অপহরণ করে মো: ওয়াদুদ হোসেন ওরফে বাবু নামে এক সেটলার। ঘটনার তিনদিন পর পুলিশ অপহরণকারীকে গ্রেফতারপূর্বক ঢাকার সাভার থেকে অপহৃত লাফি ত্রিপুরাকে উদ্ধার করে। অপহরণকারী মো. ওয়াদুদ হোসেন বাবু গোমতি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের টাকার মনি পাড়ার মো. আবুল কাশেম-এর ছেলে।

- ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, শুক্রবার খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার যৌথখামার চৌংড়াছড়ি এলাকায় দু'জন সেটলার বাঙালি কর্তৃক রাইসোনা চাকমা (৫৫) নামে এক পাহাড়ি নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে ভুক্তভোগী নারী মহালছড়ি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্ত মো. শাহাদাত হোসেন সাজু (২৪) ও মো. শাহজালাল ওরফে টুলু মিয়া নামে দু'জনকে গ্রেফতার করে।

- ১০ জুন ২০২৪, রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলার ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের আদিয়াব ছড়া এলাকায় সীমান্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজে নিয়োজিত এক বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক স্থানীয় এক পাহাড়ি কিশোরীকে (১৬) ধর্ষণের চেষ্টা করে। ধর্ষণ চেষ্টাকারীর নাম মো. মামুদুল হক (৪৫), পিতা- ফকির আহাম্মদ, গ্রাম-পূর্বক ভালুকিয়া, তুলাতুলি থানা, উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার জেলা। অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তির শাস্তিমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়নি।

- ২২ আগস্ট ২০২৪ রাতে খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের রাজারঘাট (তালতলী) গ্রামে সেটলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি নারী (৫০) সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়। এ ঘটনায় ভিকটিম থানায় মামলা দায়ের করলে এবং প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখা দিলে পুলিশ তিন ধর্ষককে গ্রেফতার করে।

রামগড়ে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত মো. ইউসুফ, মো. রানা ও মো. ফয়সালকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- ১. মো. ইউসুফ (২৭), পিতা-ইসমাইল হোসেন, স্থায়ী: গ্রাম- রামগড় (নাকাপা, ৩নং ওয়ার্ড, ২নং পাতাছড়া ইউপি, রামগড়), ২. মো. রানা (২৪) পিতা-মীর হোসেন, স্থায়ী: গ্রাম- রামগড় (নাকাপা, ৩নং ওয়ার্ড, ২নং পাতাছড়া ইউপি, রামগড়) ও ৩. মোঃ ফয়সাল (২৫), পিতা-দুলাল মিয়া, গ্রাম- রামগড় (নাকাপা, ৩নং ওয়ার্ড, ২নং পাতাছড়া ইউপি, রামগড়)।

- ২৩ আগস্ট ২০২৪ বিকালে রাঙামাটি শহরের বনরূপা বাজারে মো. হাবিবুর রহমান ওরফে রাইছ মিয়া (৫৫) নামে এক সেটলার বাঙালি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া ৭ বছর বয়সী এক পাহাড়ি শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে উত্তেজিত জনতা ধর্ষণের চেষ্টাকারী হাবিবুর রহমান ওরফে রাইছ মিয়াকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

- ২৩ আগস্ট ২০২৪, বিকালে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক তঞ্চঙ্গ্যা নারী (৪০) বহিরাগত বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হন। ধর্ষণ চেষ্টাকারীর নাম মো. ফারুক (২৫), পিতা-বশর উদ্দিন, গ্রাম-শিকদার বিল, রাজাপালং ইউনিয়ন, উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার জেলা। পরে গ্রামবাসীরা ধর্ষণ চেষ্টাকারী মো. ফারুককে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। এ ঘটনায় নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

- ১৭ অক্টোবর ২০২৪ সন্ধ্যার সময় বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ছাদু অং পাড়া এলাকায় ১৫ বছর বয়সী এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মারমা কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর কিশোরীর ভাই নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলো- ১. মো. সেলিম (২৩), পিতা-নুর মোহাম্মদ ও ২. মতিউর রহমান (২৫), পিতা-নুরুল হোসেন, মাতা- খাদিজা বেগম, উভয় সাং-যৌথ খামার, ৯ নং ওয়ার্ড, ২ নং বাইশারী ইউপি, থানা-নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

- গত নভেম্বর মাসে খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী হাতিমারা এলাকায় এক সন্তানের জননী এক নারীকে স্বামীর উপস্থিতিতে ধর্ষণের ঘোরতর অভিযোগ পাওয়া যায় ডেবিট চাকমা'র (৩৫) নামে জেএসএস সন্তু গ্রুপের এক সশস্ত্র সদস্যের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ডেবিট চাকমা ইতিপূর্বে হতিমারার বাসিন্দা বরুণ বিকাশ চাকমা খুনের ঘটনায়ও জড়িত বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন। তবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন পদক্ষেপের খবর পাওয়া যায়নি।

ঙ. কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলা খারিজ, অপরাধীদের দায়মুক্তি

গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ রাঙামাটি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশ-বিদেশে বহুল আলোচিত নারী নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলায় বাদীর দাখিল করা নারাজি আবেদন নামঞ্জুর করে পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণের মাধ্যমে মামলা খারিজে করে দিয়ে চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস গংদের দায়মুক্তি দেয়।

এদিকে, আদালতের এই আদেশের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি প্রদান করে। এছাড়া হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘসহ বিভিন্ন সংগঠন কল্পনা অপহরণকারীদের দায়মুক্তি রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনও (সিএইচটি কমিশন) এ আদেশের বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি প্রদান করেছে। এছাড়া কল্পনা চাকমা অপহরণের বিচার দাবিতে সক্রিয় মানবাধিকার কর্মীরাও এ আদেশের প্রতিবাদ জানিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

কল্পনা চাকমা। ১৯৯৬ সালেল ১২ জুন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা লে. ফেরদৌসের নেতৃত্বে নিজ বাড়ি থেকে তাকে অপহরণ করা হয়। এখনো তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন বাঘাইছড়ির নিউ লাল্যাঘোনার নিজ বাড়ি থেকে সেনাবাহিনীর তৎকালীন কজইছড়ি ক্যাম্প কমাণ্ডর লে. ফেরদৌস গং কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করা হয়। উক্ত ঘটনায় কল্পনার ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা থানায় মামলা দায়ের করেন। ২০১৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর উক্ত মামলার ৩৯তম তদন্ত কর্মকর্তা রাঙামাটি পুলিশ সুপার সাঈদ তারিকুল হাসান 'ভিকটিমের অবস্থান নিশ্চিত না হওয়ায় তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই' মর্মে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। পুলিশ সুপারের উক্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর বাদী আদালতে নারাজি আবেদন দীর্ঘ ৮ বছর ধরে শুনানির নামে কালক্ষেপণ করার পর সর্বশেষ মামলাটি খারিজ করে আদালত রায় প্রদান করে।

***

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর মানবাধিকার পরিবীক্ষণ সেল কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। ১০ জানুয়ারি ২০২৫